আলোকিত সমন্বয়

আলোকিত সমন্বয়

আলোক সরকার

মিত্রালয়

১২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট : কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ- আষাঢ়, ১৩৬৫ সাল

[illegible] টাকা

প্রকাশক, জি. ভট্টাচার্য: মিত্রালয়, ১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট কলিকাতা-১২ ।
মুদ্রাকর, শ্রীহরেন্দ্রনাথ পাল: নিউ সরস্বতী প্রেস, ১৭, ভীম ঘোষ লেন কলিঃ-৬ ।

মা-কে

ভূমিকা

'আলোকিত সমন্বয়'-র অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি রচিত হয়েছে ইংরেজি ১৯৫৫-র আগষ্ট থেকে ১৯৫৬-র মধ্যবর্তী সময়ে। ব্যতিক্রম কিঞ্চিত বর্তমান। এই গ্রন্থে যেমন ১৯৫৪-র রচিত 'দেখা করবো না' সংযোজিত হয়েছে, তেমন ১৯৫৭-র কিছু এবং ১৯৫৮-র একটি। সমসময়ে, পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীকালে লিখিত বিবিধ কবিতা 'আলোকিত সমন্বয়'-এ সংকলিত হলো না, অথচ এই কাব্যগ্রন্থে উপস্থিত হবার তাদের সদর্থক ও আন্তরিক দাবি ছিলো। আপাতত, শিল্পী যেমন এ-পাশের পাহাড়টির অন্তরালের রহস্য উন্মোচনে নিবিড় মনোযোগী থেকে ও-পাশের সঞ্চারিত হৃদয়ী পাখিটিকে রক্তের সংহত তরঙ্গে প্রবাহিত অনুভব করেন, এই গ্রন্থে অনুপস্থিত কবিতাগুলির প্রতি আমি আমার ভালোবাসা নিবেদন করি। পরবর্তী গ্রন্থে তাদের সংকলিত করবার সৌভাগ্য হয়তো লাভ করবো।

আমার বন্ধুভাগ্য অসামান্য। বহুবিধ বিষয়ে উপকৃত হওয়ায় আমি যেমন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ, তেমন এই গ্রন্থ প্রকাশের ঘটনায়। তাঁদের সকলের সহযোগিতার কথা আমি বিনত স্মরণ করি; বিশেষ ক'রে উল্লেখ করি 'শতভিষা' কবিতা-পত্রিকার সম্পাদক কবি শ্রীদীপংকর দাশগুপ্ত-র নাম। দীর্ঘদিন সাহিত্য-রচনায় এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর কাছ থেকে যে স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য পেয়েছি, এই গ্রন্থ প্রকাশ-ব্যাপারে তাঁর পরিশ্রমী উৎসাহ আমার কাছে উজ্জ্বল স্বাভাবিকতা মনে হয়েছে। কবি বন্ধু শ্রীঅমিতাভ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীআশিস গুপ্ত-র ভালোবাসা আমি সতত অকৃপণ লাভ করেছি, আমার জন্য তাঁদের কষ্ট-স্বীকার আমি বন্ধুত্বের দাবি হিসেবে গ্রহণ করলাম। বন্ধু শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-র কথা এই প্রসঙ্গে বারবার মনে পড়ছে। এই বইয়ের প্রচ্ছদপট এঁকেছেন বন্ধু শ্রীঅমরেশ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

আলোক সরকার

সূচীপত্র

স্বাগত জানালা

আমি তোমার পাগল বন্ধু আকাশ
অন্ধকারে।
আমায় তুমি প্রতিশ্রুত আলোর মালা এনে দেবে।
যারা আনে ভালোবাসার মাটির ভাষা উপহারে
আমি তাদের চাইনি। শুধু স্নেহের সম্মান
মমতাময় আচরণে।
সেই করুণ শুভ্র অপরাধ
তোমার কাছে ক্ষমা পাবে।

অনুস্মৃত আবেগ তার মৌল অবসাদ
জানি আমি। কিন্তু তারা অভ্যাসের শ্যামল অনুরাগে
আজো আমায় ডাকে। আমি নিয়ম তার-ই অনুবর্তিতায়
আহত এক অরণ্যের স্রোতস্বিনী, মুখর প্রার্থনা
তোমার কথা মনে রেখে।
তুমি আমায় সঞ্চারিত অসীম রাত্রিবেলায়
প্রবাহিত কণ্ঠ দেবে বলেছিলে।

সতত সেই আহ্বানের অমিত উচ্চারণ
তীব্রতায়, আমার ঘর প্রণয়ী ঘর উদ্ভাসিত প্রণাম।
চিরন্তন প্রস্তুতির দীর্ঘায়ত মূর্ত প্রতিচ্ছবি
তুমি, তোমার শিখায় আমি পাবো আমার আকাঙ্ক্ষিত নাম।
আন্তরিক উপচারে আমি তোমার সমধর্মী স্বর
কবে হবো! আমি তোমার মিলনী সংরাগে!
গভীরতর অন্তরালে অসীমতা, নিহিত শুভক্ষণ
সম্মিলিত তোমার দিনে আমার অভিভাবে।

সেদিন ব্যবধানের ভাষা না রাখে যেন দ্বিধা
আমি তোমার চিরদিনের বন্ধু, মনে রেখো।

দোলাচলে যতো অধীর ততো আমার ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত।
আমার অন্ত সংশোধিত দ্বিতীয় পরিচয়
তোমার কাছে আছে জানি।
যদিও স্থির প্রান্তরের একা
আজো দেখি বিচ্ছিন্নের বিষণ্ণতায় দু-চোখ তোলে—
দাবি করে বিশাল তার জয়;
স্বাগত সেই জানলা সব অন্ধকারে সমন্বিত
পদ্ম হ'য়ে জলে ওঠে—তোমার মালা গেঁথেছে নীল রেখা

বিচ্ছিন্ন প্রার্থনা

অনেক দিন আগে তোমায় দেখেছিলুম
এখন আর দেখি না।
দেখি না এই কথা বলার অনেক দুঃখ।
মাঝে-মাঝে আকাশ ভ'রে যখন বৃষ্টি নামে
আমি যেন দেখতে পাই আবছা মুখের রেখা
তোমার। তুমি স্পষ্টতায় আবার এসো
এই কথাই বলতে চাই।
কিন্তু নিজ অযোগ্যতার আতত প্রতিবাদ
চতুর্দিকে মূর্ত উচ্চারিত।

অসহ বেদনাতে ভাবি বুঝি আমার মুগ্ধ পরিমিত
সময় চ'লে গেছে। আমি অন্ধকারের মান্য নিয়মের
নির্দেশিত পথে শীতল প্রতিকৃতি, মাত্র সংবাদ।
তবু যখন বিকেলবেলায় আকাশ আনন্দের
গানের হয়—আমি একা নদীর পাড়ে বেড়াতে যাই।
মনে ভাবি তুমি আবার কথা বলবে
আগের মতো।
আগেও তুমি সব সময় কথা তো বলোনি।
মাঝে-মাঝে বলেছিলে
সব কথাই আমি নিবিড় স্বরের সমগ্রতায়
আনিনি এই অভিমানে
বুঝি তোমার বিরল মুখ সায়াহ্নের সম্মিলিত ছায়ায়
দ্রুত ঢাকো, আমি ব্যাকুলমুখ তোলার আগেই।

কিংবা আমি সমন্বিত আলোর উচ্চারণে
অপর হলুদ আপাতস্রোতের তীব্র উৎসবের
অন্যতম যখন হয়েছিলাম তুমি স্বাগত ভালোবাসায়

অন্তরালের মূর্ত ইঙ্গিতের অনুরূপ
সংহতির বিশালতায় আমায় কাছে ডেকেছিলে
যাবার আগে,—ভোরবেলার সম্মানিত শিশির।
প্রভাবিত ইচ্ছা তার নিজের প্রতিরূপ
সেদিন তুলেছিলো—আমি সম্মোহিত হাওয়ায় ছিলাম করুণ সুস্থির।

এখন সময় দুপুরবেলার প্রবীণ বটতলার
আধোআলোয় ঝরাপাতার বিদেশী মর্মর।
হাওয়াও যেন অনাত্মীয় ওই পারের প্রান্তরের
স্মৃতির ম্লান মন্দিরের রিক্তসম্ভার
দেবে না তা-ও।
জানি না ঠিক হয়তো অসীম আলোর মুখরতায়
পুরোনো সেই দেউল তার হিরণ্ময় ঘরের
সহজ অবকাশে রাখে চিরদিনের স্বর
তোমার মুখ, তোমার ভালোবাসায়।
দূরের থেকে আমার কেবল ভাবা
কবে আমি সঞ্চারিত স্রোতে হবো তরঙ্গিত উধাও।

কিংবা বুঝি চেয়েছি এই রুদ্ধ ঘূর্ণিঝড়ের
আশ্রয়ের অন্ধ নীরবতায়।
আমি নিজেই নির্বিকার আবৃত্তির অনুরাগী
তোমার কথা সুরের সমগ্রতায়
আনবো এই চাওয়া কেবল চাওয়া, কেবল নিয়মী প্রবণতা।
ভোরবেলার প্রতিশ্রুত যাত্রা তার মাত্র দায়ভাগী।
তোমার আহ্বানের আলো আজো উজ্জ্বলতা
ভালোবেসে, ভালোবাসায় আরো অনেক বড়ো।
আমার কণ্ঠে ভালোবাসার বুঝি তেমন আসে না উত্তাপ?
হৃদয়ী সমারোহে আলো জেলে যদি সহসা যাই
যদি বলি স্পষ্টতায় আবার এসো
প্রণয়ী সুষমাতে তুমি নিবিড় থরোথরো

হবে আবার।   নিজের অযোগ্যতা
কেবল এক ভ্রান্ত ব্যবধানের দুঃখ আনে।
কিন্তু তোমার বিশাল মুখর সংলাপের তীব্র ক্ষমতায়
সকালবেলার ভালোবাসার আনন্দিত গানে
অনুরাগে এবং অনুরাগের নম্র ক্ষমায়
তুমি নিজেই উন্মোচিত হ'তে পারতে।
তুমি নিজেই উন্মোচিত হ'তে যদি
অনেকদিন পরে আবার তোমায় দেখতে পেতাম
তোমায় এবং আমার নিবিড় উদ্ভাসিত প্রেমিক অনুরাগ

আলোকিত অন্তর

সকালবেলায় আলো-আকাশ নতুন দেশের বাড়ি
শান্ত ছবি এঁকেছিলো।
দেখেছিলে মাঠে-মাঠে সংহতির কুয়াশা যেন রহস্যের প্রথম ছবি।
যেন একটি উন্মোচন হাজার সবুজ পাতায় কিংবা শুভ্রতায় তার-ই
প্রতিশ্রুতি। বড়ো-বড়ো টিলা-পাহাড় পরিব্রত আত্মীয়তায়।
দেখেছিলে সাহসিকা পরিণয়ের উজ্জ্বলতা, প্রেমিক অভিবাদন।

মুহূর্তের পরিচয়ে জেনেছিলে অবিরোধী নিবিড় সমর্থন।
কালো-কালো গাছের ম্লান শাখায়-শাখায় করুণ প্রতিবাদ
এবং সেই বাগান-ঘেরা দেয়াল সব-ই সঞ্চারিত অসীম শ্রদ্ধায়।
যেন নদীর ওই পারের আলো-ছায়ার আবছা মৃত সুদূর সংবাদ।
যেন গভীর অন্ধকার। দেখেছিলে স্পষ্টতায় ব্যাপ্ত আকাশ পুবদিকের
তরঙ্গিত সমারোহে সহজতার, আকর্ষণী সান্দ্র বিস্ময়।

নিবিড় পরিচয়ের হীরা প্রবাহিত উষ্ণ মনোময়।
মাঝে-মাঝে সমন্বিত জ্ব'লে ওঠে। বিকেলবেলায়
একটি কিংবা হাজার ফুল কথা বলে। সবাই অন্যমনে
আঁকবে সেই দ্রুতহাওয়ার খরজলের রাত্রি। হার্দ প্রবণতা
একটি মাটির সমগ্রতায় একটি আকাশ সুস্থ রেখেছিলো।
অসুস্থতা মাত্র মলিন বিবেচনা ভ্রান্ত উচ্চারণে।

যেন কিশোর আনন্দের রৌদ্রময় সবুজ ঘাসের পাখি
এবং সেই জারুলগাছ মাটির ঘরের সহজ বন্ধুতায়।
তার-ই নিবিড় ছায়া প্রখর উজ্জ্বলতা, একটি স্থির সংবেদনী আঁখি
জেলে রাখে—যখন মলিন বিশ্বাসের কাছে
দেখায় গভীর নিমগ্নতা আত্মলীন সপ্রতিভ যায়।
বুকের মধ্যে শুনতে পাও আন্তরিক ধ্বনি—
হাজার ঝরাপাতার বুকে পায়ের চিহ্ন মর্মরিত আছে।

অন্ত আকাশ

সময় পেলেই আকাশ তোমায় দেখবো।
বিকেলবেলায় যখন সময় পাবো
রাত্রিবেলায় যখন সময় পাবো।
ছোটো-ছোটো ভালোবাসা তারাও মানি আকাশ
অন্য অর্থে।
তারা আমার কাছে আসে সরল দাবির কোমল প্রসাধনে
আনে শীতল অপর অবকাশ।
কিন্তু আমার চাওয়া অনেক বড়ো।

প্রবাহিত আকর্ষণী নীলিমা তার বিশাল আগ্রহ
প্রস্তুতির প্রথম দিনের থেকে এখন মধ্যদিনের ইচ্ছায়।
তথাপি সেই মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠলে
আমি আবার ফিরে আসি।
আমি তাদের ভালোবাসি, ভালোবাসতে চাই, তবু যখন
নিবিড় পাশে দাঁড়াই দেখি মাটির ম্লানতায়
তাদের হৃদয় প্রভাবিত ধূসরিমায়। যদিও অন্যমন
চেতনাহীন পরিশ্রমে। ভালোবাসায় তাদেরও আছে দাবি।
কিন্তু আমি তাদের বুকে কেমন ক'রে
আমার বিশাল ছবি আঁকবো।

করুণ সজল কালো চোখের ভাষা আমার সমস্ত সময়
বিজয় করে। হার্দ আবেদনের ডাক
আমি কি ক'রে ফেরাই ?
বিকেলবেলায় রাত্রিবেলায় একা, কিন্তু তাদের উপস্থিতি
নদীর মতো প্লাবিত এক ছায়া হয়।
সঞ্চারিত হৃদয়তা আমি তাদের মৌল বিস্তৃতি
হয়তো জানি যদি দাঁড়াই দ্বিতীয় জানালায়।

কিন্তু আমার স্বপ্ন তারা উন্মোচিত আবেদনে মূর্ত অভিভাব।

শ্যামল ভালোবাসাকে ম্লান ব্যবধানে রাখার প্রস্তাব
তীব্র এক যন্ত্রণার অঙ্গীকারে ভারসাম্যে চায়।
আমি যদি ভাবি, আকাশ, তোমার দিকে চেয়ে
আমার আকাঙ্ক্ষিত ছবি অনায়াসেই আঁকবো
আনন্দিত রঙের পাত্রে প্রবল বৃষ্টি পড়ে।
তরল হয় নীলিমা, পারি যন্ত্রণার আর্ত উপহার
তোমায় দিতে, দুঃখময় ছবি পারি তোমার বুকে আঁকতে।
কিন্তু তার উপযুক্ত পটভূমি
মাটিও নয়
মাটির আরও গভীর হলুদ বিবশ রুগ্ন অন্ধকার।

কিশোর কবি

ভালোবাসো অনেকবারের দেখা ছবি।
কতো বছর হ'য়ে গেলো
পুরোনো ছবি ভালোবাসো কিশোর কবি।
সাতরঙের জানলা হাজার আকাশ
আবার কাছে এলো যেন
বৃষ্টি-পড়া দিনের নিবিড় শ্যামল মমতায়।

কিন্তু স্রোত চেয়েছিলে তুমি।
ভালোলাগা তবু অন্য দ্বিতীয় যন্ত্রণায়
অপর ক্লান্ত দু-চোখ মেলো।
অন্তরালের প্রেমিকজন গোপন রাখে নিহিত পটভূমি
ভেবেছিলে সেখানে তুমি স্বভাবী পরিবর্তনের।
পুরোনো রঙ কেন আবার ভালোবাসলে কবি।

সময় দেখো সরল ডানায় উড়ে
কাছে যারা ছিলো তাদের শান্ত ইতিকথায়
রেখেছে। আজ একলা অচেনা দেশ।
তারা সবাই প্রতিষ্ঠিত নিয়মে, তারা অপর মালা গলায়।
তুমি একা, চেনাছবির ভালোবাসায় দূরে
কাকে রাখো! যেন রাখো। কালো মেঘের একাগ্র নির্দেশ
অসীম তিরস্কারে। তুমি যুবক হবে কবে কিশোর কবি।

শিল্পীর আক্ষেপ

প্রতিবন্ধ

ভিড়ের মধ্যে আকাশে চোখ তুলে
তোমায় দেখলাম।
তুমি নিজের আলোয় একা স্থির।
অপরিচিত প্রিয়জনের ভাষা, অন্ধকার।
আমার দিন কোথায় সুনিবিড় !

বাড়ি ফিরে টেবিলে দীপ জ্বালবো।
একটি গোপন চিরকিশোর অনিদ্রিত ফুলে
আমার ঈপ্সিতার মুখ তাকে কি আমি জানবো ?
তুমি কেমন সহজ নিজকূলে।
তোমার জলে তারা আসে নিজেই পাল তোলে।
আমার জল তাদের সমরাগে
না-যদি হয় তারা আমায় ভোলে।

মাঝে-মাঝে আসে যারা বিশাল নির্ভয়
তাদের চাই ; ডাকি, ভীষণ আগন্তুক হাওয়া
তারা আমায় অন্য করে। সম্মানিত জয়।
মুহূর্তের কারুকাজে আমি অপর ঈপ্সিতার পাশে-
সেখানে নেই চাওয়া।
কিংবা দাবি প্রত্যাশার অপর সমরাগে
নিজেকে পেতে চায় না এক শিথিল বিশ্বাসে।

ভিড়ের মধ্যে। তুমিও তো হাজার সমাগমে
বিবিধ ফুল তোমার অনুগামী।
আগন্তুক সুহৃদ হাওয়া একক উচ্ছ্বাসে
অন্য ঈপ্সিতাকে আনে ব্যথিত নিরালায়।

সম্মানিত জয়।

কিন্তু সহসা কেন থামি ?

ঘরের ফুলে যদি সাজাই উষ্ণ দরোজায়

আমাকে ভালোবেসে কি কেউ হবে আমার প্রেমিক, সহগামী।

হিরণ্ময় দুয়ার

এক-ই আলোয় যদি তোমায় দেখি
এক-ই ভাষায় যদি তোমায় বলি
তাহ'লে আমার ভীষণ যন্ত্রণা।
কিন্তু তুমি সুন্দর তা মা ন।
বিশাল অনুভূতি সব-ই অভিব্যক্ত হবার প্রার্থনায়
অগ্নিময় হয়ে ওঠে ;
তুমি আমার বিশাল অনুভূতি
তোমার জন্যে আমি নতুন ভাষার প্রত্যাশী।

প্রস্তাবিত পথের বাঁকে আমি আবার আসি
তোমার-ই নীল মৌল মহিমায়।
কিন্তু ভালোবাসার দাবি একি প্রতিশ্রুতি
শিল্পী তার আপাতগৌরবের কাছে চায়।
নতুন অভিভাবে দেখো আমার গান ওঠে না উচ্ছ্বাসি'
এখনো তার পরিশ্রমী সাধনা, আয়োজন।
তোমার দিকে চেয়ে আমি যন্ত্রণায় আমার মুখ নামাই
দু-পার ভাঙে বিশাল অনুভূতি।

সঞ্চারিত ভালোবাসা দীপ্ত স্পন্দিত
তোমার মুখর আলো আমার ব্যর্থ প্রতিশ্রুতি।
অসহ সেই সংবেদন অলঙ্ঘ্য তা জেনে
ফিরে দাঁড়াই, যাই না তোমার পথে—
ফিরে আসার হীন অপমানের বোঝা রিক্ত নিন্দিত !
তোমার ভালোবাসা আমি গ্রহণ করার অসামর্থ্যে
গ্রহণ করি অন্য ম্লান ব্যাখ্যা এনে।

কিন্তু আবার বিশাল অনুভূতি।

অন্ধকারে আকাঙ্ক্ষিত সিঁড়ির সন্ধান
হিরণ্ময় দুয়ার খোলো, চাবি।
কিন্তু আমি ব্যবহৃত ছন্দে জেনো তোমার সম্মান
চাইনি। আরো অনাশ্রয়ী অন্ধকারে জ্বলি।
প্রত্যাশার দু-বাহু বাঁকা আকাশ করে দাবি
যোগ্যতায়, সপ্রতিষ্ঠ মাটির পরিচয়ে :
হিরণ্ময় দুয়ার, তোমার দুয়ার খুঁজে পাবো
নতুন অভিভাবে যখন আমার গান উঠবে উচ্ছলি'।

সোনার ঘণ্টা

মাঠের মধ্যে মস্ত বড়ো দরজা, রাজপ্রাসাদ।
কালো বেণী ?
নাকি সুদূর শীতল স্থির সাপ।
ঈশান কোণে মেঘ, কিন্তু ঝড় এখনো আসেনি।
প্রহরীটা ম'রে গিয়ে কী-যে সর্বনাশ!

তুমি বেঁচে আছো। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি।
ঘাসের উপর তলোয়ারের মতন ছায়া
এবং তোমার ভালোবাসার চোখ।
এবং ধূসর প্রাচীরটির অন্তরালের আনত আবছায়া
নিবিড় করে জেলেছে সেই সমন্বয়ী আলোক।
অশথগাছ হাজার-হাজার প্রদীপ হ'য়ে জ্বলছে।

কারা আমার উপর তাদের ঘৃণার দৃষ্টি রাখলো ?
অক্ষমতা !
দেখো-দেখো ঈশান মেঘ সারা আকাশ ঢাকলো।
ধুলো উড়ছে। দূরাশ্রিতা, তুমি তোমার নিজের মমতা
অন্ধকার মন্দিরের নিরুদ্দেশ স্বর্ণ সমারোহে
উজ্জ্বলতা ক'রে রাখো। মাঝে-মাঝে
একটি সোনার ঘণ্টা তবু বাজাও কোন মোহে !

সমগ্রতা

দেখেছিলুম আকাশভরা মেঘের দিন, একটি উজ্জ্বলতা
শরৎকালের আলোয় সমধর্মী।
এবং সেই প্রাচীন অশথগাছেও সেদিন হাজার-হাজার
সবুজ পাতা জ্বেলেছিলো ছন্দোময় নিবিড় সমগ্রতা।
রাঙাধুলোর নীলহাওয়ার অসীম উপহার
প্রান্তরের বিশালতায় সম্মিলিত প্রতিশ্রুত শুভ্রতায়।

অন্ধকার সিঁড়ির থেকে নেমে এসে সদর দরজায়
কিশোর প্রতিবাদ। তুমি কাকে রেখে ঘরের বাইরে যাচ্ছো?
সমস্তদিন ভালোবাসার অভিন্নতায়, এখন ভালোবাসা
তাকে তুমি আন্তরিক দূরে রাখো। ওদিকে পথে-পথে
সঞ্চারিত জ্যোৎস্নালোক, প্রবাহিত আকাশ, দীর্ঘ ভাবা
প্রস্তাবিত সমারোহে সমর্পিত সমন্বয়ী ব্রতে।

বিবিধ রঙ, বিচিত্রিত রেখা কিন্তু স্বাভাবিকের।
প্রেমিকাকে নিয়ে তুমি শালবনের গভীর একাগ্রতায়
বিবেচিত স্রোতের সহজতার। সংহতির অরব আনন্দের
ধ্বনি যেন উন্মোচিত নীল শিখায় হৃদয়ময় যায়।
এলোমেলো পাতার ছায়া তোমার প্রিয়ার মুখের উপর
চন্দনের মতন মাত্র। তুমি অমল অসংশয়ী যাও।

অন্ধকার পথের মধ্যে আলোকিত একটি কিশোর ঘর
এবং সেই গোলাপ-ভরা ফুলদানির সৌরভের স্মৃতির
রেখাগুলো স্পষ্ট মুছে ফেলো। প্লাবিত সেই পরিশুদ্ধ মন্দিরের
কাছে এলে পুরোহিতের প্রখর তিরস্কার।
দেখবে সেই নিমগ্নতা, স্বগত চোখ, যেন বিশাল ভয়ের
মতন এক হাওয়ায় তোমায় নিয়ে যাবে
যেখানে হীন অবরুদ্ধ অনাশ্রয়ী আর্ত অন্ধকার।

সময়

১

পৃথিবীতে কতো নামের পথ আছে।
সন্ধ্যাবেলায় আলোকিত পথের পাশে আমবনের ভিতরে সেই পথ
রেখেছি মনে-মনে। ঘণ্টা বাজে সমারোহে উদ্ভাসিত মন্দিরের
মায়ের মুখ স্নিগ্ধ, শাঁখ-বাজার শব্দ নিবিড় কাছে।

মা তো আজো মেঘের রেখায় গাছের শব্দে স্পষ্ট জীবিত।
দ্বিতীয়বার মা-কে তুমি পেয়েছিলে। এক-ই স্নেহ, এক-ই আন্তরিক
চোখের কোমল যেন নদীর প্রবাহিত সরলতা, স্বাভাবিকতা।
হলুদ আলোর সিঁড়ির শান্ত প্রতিশ্রুতি মগ্ন উন্মোচিত।

একটি নাম, নাকি হাজার নামের উষ্ণ অমল সজলতা।
গুল্‌মোহে্‌র ফুলের ছায়া কেঁপে ওঠে, পুরোনো অশথগাছের পাতা
হাওয়ার প্রতিবাদে বাজে। এবং সেই নদীর ধু-ধু মাঠের
উৎসবের সঞ্চারিত অঙ্গরাগ,—সন্ধ্যাবেলায় কান্না এক তীব্র, জানি না তা
পূর্ণিমার কৃষ্ণচূড়ার সমধর্মী বন্ধুতায় কিনা।

বারোটি পথ জানি আমি অন্য পথের নাম-ও জানিনা।
তিনরকম ফুল আমার আত্মীয়তা, নিজের বাগানের।
লাল রঙের গোলাপ কিন্তু রডোডেনড্রন রক্তসংহতি
দেখেছিলুম ছবিতে। যেন হেমন্তের বিকেলবেলার দূরের
পাহাড় তার ওপার সেকি তরঙ্গিত জ্যোৎস্না, নাকি শ্যামল বাড়ি।

ভোরহওয়ার আগে হঠাৎ ভীষণ আলো, আকাশ নির্দেশ
শিউলিগাছের পাশে সখী পথের প্রতিশ্রুতি সহজ ছিলো।
বাউল তাকে সমর্থন কখনো করি না। ঈশ্বরের আদেশ
অন্য নিমগ্নতায়। আমি বারোটি পথ ঘুরে
বিকেলবেলায় তোমার বাড়ি আসি।

দ্বিতীয়বার মায়ের মুখ রান্নাঘরের হলুদ আলোয়, দিদি।
জানলা খুললে সঞ্চারিত হাজার-হাজার পথের বিশ্রাম,
আমবনের ভিতরে সেই পথের একা এবং উজ্জ্বলতা —
গভীর বাজে আমায়, মায়ের নাম।
চিরজীবন, রাত্রি-দিন, বয়স স্থির একটি সমগ্রতা।

২

দুইটি দিনের মাঝখানের সেতু
কিছু না শুধু ধুলো-ওড়া চৈত্রমাসের, বিকেলবেলার
কৃষ্ণচূড়া কখনো বা।

ভালোবেসেছিলুম সময় প্রতিটি স্থির পরিচ্ছন্ন শিখা।
প্রেমিক ; তুমি অবিশ্বাসী হাওয়ার মতো দ্রুত
তরুণী এক গাছের স্পর্শ ভুলে আবার
নতুন আগুন চাও।

জন্ম এক নতুন বোধ—বিস্ময়ের রহস্যের মাঠে
আমি নীরব। তুমি আমায় অবজ্ঞা ক'রো না
কিংবা নতুন শিশুর প্রতি করুণা
আমার তা-ও চাওয়ার নয়, জেনো।

আবার আমি রঙিন সেই কাচের হৃদয়তা
কাছে পেলাম। প্রতিটি দিন রঙিন সমন্বয়।
তুমি যেন সমুদ্রের তীরের স্পষ্ট ছবি
অভিনব কিন্তু স্বচ্ছ ধারার প্রতিশ্রুতি।

কিছু-ই মনে পড়ে না। কিন্তু তুমি স্পষ্ট তুমি
দুপুরবেলার বকুলগাছের নিচে
এসেছিলে। ভালোবাসো আমাকে সেই
পুরোনো কারুকলার নীল প্রবাহিত অভিমানের ভাষায়।

উন্মোচিত আকাশে এক বিস্ময়ের মেঘ
নতুন জন্ম কিন্তু আমি নবীন আগন্তুক
নই তোমার দ্বারে।
ওই তো সহজ মাধবী আর পরিচিত গন্ধরাজ গাছের
ছায়া। আমি তোমার ঘরে যাবো।
দেখবো তুমি জানলা খুলে সেই রকম দাঁড়িয়ে আছো
আমি নতুন অপূর্বের তুমি একটি শিখা
আমরা অনেক দূরে যাবো।

॥ ৩ ॥

প্রতিবাদের মধ্যে আমি স্থির।
বন্ধু, তুমি কাকে অমন তিরস্কার করো।
সকালবেলায় একটি ফুল দেখেছিলুম, একটি শ্যামল তীর
তোমার মুখের রেখা অমল নিবিড় প্রতিরূপ।

একটি মাত্র স্বর আছে পৃথিবীতে, একটি মাত্র স্বর
আহত অনাহত ধ্বনি আকাশ ভ'রে ব্যাপ্ত সঞ্চারণ
তাকে আমি আমার বুকের ভিতর
শুনেছি।

শব্দ যখন ভাষা তখন একটি মাত্র ছবি।
শব্দ নয় ভাষা। ধ্বনি—সংহত সঙ্গীত
একটি অবগুণ্ঠনের ভোরবেলার আকাশ দিগন্তের
অন্তরালের প্রখর অভিভাব।
পরিচয়ের আগের বিস্ময়। পূর্বরাগ
রোমাঞ্চিত উন্মোচন।
পূর্বরাগ সারা জীবন, প্রথম পরিচয়
আজো অসীম জ্যোৎস্নাময় প্রান্তর।

আমি মাঠের উপর একা। অন্যমন যাবো
তোমার দেশে হয়তো।
বন্ধু, তোমার চোখের আলো কখনো জানিনি
তুমি আমার অনন্ত সময়।

শ্রাবণ

ভিড়ের মধ্যে যাবো না।   তুমি যাও
আমি তোমায় দেখি।
হাজার রঙের ভিড়ে তোমার পটভূমির রঙ
অন্যমন, তুমি কোথায় হারাও ?
ভালোবাসার অন্বেষণে গিয়েছো দূর বিবিধ বাঁকা পথে।
পরিশ্রমে রাঙা ও-মুখ—
                    আমি তোমায় দেখি।

কিন্তু ভালোবাসার বিশাল প্রয়োজনের দাবি
তাকে মানি।   তাই তোমার দরজা খুলে দিলুম
নিজের হাতে।
            অন্য ভালোবাসার আলোয় লুকিয়ে রাখি চাবি।
তোমার জন্যে।   তবু কখন তীব্র যন্ত্রণা
স্বাতন্ত্র্যের সিংহাসনে যখন নামে অন্ধকারের শ্রাবণ
স্পষ্ট হয় নিহিত বঞ্চনা।

বাসনা এক প্রবণতা।   এবং হৃদয়ের
মৌল স্রোত অপর দিকে যায়।
ভালোবাসা !
        কিন্তু তোমার প্রথম দিনের আলো তোমার সুরের উন্মীলন
এখন তারা অন্ধকার গুহার তারা হীরার জ্যোৎস্নায়।
বৃষ্টি-থামা।বিকেলবেলা সুদূর উচ্চারণ
হঠাৎ যদি পথের বাঁকে থামো প্রেমিক ফাগুন দিনের হাওয়ায়
একটি স্বরও পাবে না তার।
        উপলব্ধ ভালোবাসার অর্ঘ্য সে-কোন বিদেশী অনুভূত ?
ফিরে আসার দিনে তুমি আমায় দেবে কী ?
চরিত্র কি জলের মতো পাত্র-নির্ভর ?
হীরার গুহার সুদূরিমা তবু তোমার পাশাপাশি
                    আমি তোমায় দেখি।

অন্দরমহল

পথের পাশের তিনচারটি ফুল
তুলে এনে ভরেছি এক গোপন ফুলদানি।
অন্য যারা আসে তাদের সদর থেকে বলি
সবার ভাষা আমি জানি।
অনাত্মীয় বিবিধ রঙ ভাঙিনে তার ভুল।

রাত্রি যখন সমর্পিত নদী
জলের ভিতর ছায়ার মতন বিনীত নীল শিখা
দু-হাত মেলে নেয় আমায়, আমার দাবি, আমার সম্মান।
স্বাগত প্রেমিকা
ফিরে গিয়ে দেখি আমার অন্দরমহল।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা এ ওর কোলাহল
শুনেছে। আর, ওদিকে স্থির শুভ্র কারুকলা।
তাদের মতো হ'তে চেয়ে সদর রাস্তায়
এসেছি যেই সুহৃদ ফুলদানি।
তিনটি ফুল অথবা চার
সেখানে যাই তারা শ্যামল ভীষণ অভিমানী।

দুপুরবেলার নদী

॥ ১ ॥

চুল আঁচড়ে নিয়েছিলে বাইরে যাবার আগে।
ঘরের ভিতর যখন থাকো
তখনো চুল রেখো নিবিড় পরিপাটি।
চারিদিকেই জানলা খোলা, জানলা যদি বন্ধ করো
সমস্ত ঘর জানলা হয়ে তোমার দিকে চেয়ে থাকে।
সবসময় চুল আঁচড়ে রেখো।

প্রেমিকাকে ব'লো যখন তোমার কথা ভাববে
একা ঘরে—কপালে যেন রঙিন টিপ থাকে।
যেন শাড়ির স্রোতে রাখে শরৎকালের উজ্জ্বলতা
যেন কানের দুলের আলো ললিত অনুরাগে
আনন্দিত বেজে ওঠে একটি সমগ্রতা।
চারিদিকে গাছে-গাছে ফুলের সমারোহ
চারিদিকে বড়ো-বড়ো আকাশ মেঘে-মেঘে
সেখানে তার মুখের রেখা যেন রাখে প্রসাধিত
সমন্বিত সহজ সুস্থতা।

দু-জনে যাও, বসো অমল ঘাসের উপর
ছন্দোময় কথা বলো।
যখন একা দু-জনে দূর ব্যবধানে
মনে-মনেও ছন্দোময় কথা ব'লো।
ঘাসের মতো সবুজ তার মধুরিমায় জ্ব'লো।
মনে রেখো এইখানেও নিজের ঘরের ভিতর
দেয়াল যেন প্রেমিকা, স্থির তোমার দিকে চেয়ে আছে
সব সময় প্রণয়ী-সম্মানে।

॥ ২ ॥

ঘৃণা করি টবের রক্তকরবীকে
ফুল ফোটায় কিন্তু ফুলে কোথায় রক্তিমতা।
অথচ তার সংহতির ভালোবাসায় যেন দিঘির পারের সেই দুপুর
এবং সেই প্রস্তুতির সমারোহে হেমন্তের বিষাদ। যখন চেয়েছে অনিমিখে
বিশালতা দ্বিধায় স্থির, পরিশেষে জানায় অক্ষমতা।

বরং গাছ শুকিয়ে যাক টবে এনে রাখবো কৃষ্ণকলি
সেখানে সেই দারিদ্র্যও সামর্থ্যের সমগ্রতায়।
সেখানে নীল আকাশ স্থির সমমর্মী, প্রেমিক প্রস্তাবে
তাকে নিবিড় ছায়া দেবে, কখনো আলো, উচ্ছলতায়
ভালোবাসা ছন্দোময় বৈশাখীর গভীর স্বভাবে।

সমুদ্রের তীরে এসে বালির উপর অবিশ্রাম ছুটি।
মায়ের মুখ ভুলি, ধূসর ফ্রেমে-বাঁধা কিশোরটির ছবি।
কখনো একা প্লাবিত ব'সে থাকি। যেন দু-টি
মেঘের প্রথম আত্মলীন পরিচয়ের ব্যাপ্ত মুখরতা।
আলো-জ্বলা হোটেল, কথা, অভ্যাসিত উপস্থিতি সব-ই।

কখনো সেই বসন্তের বাগানে যাবে না
যখন তোমার মনে প্রখর ব্যর্থতার নিবিড় ছায়াবরণ।
চারিদিকে অশোক-পলাশ মন্দারের উজ্জ্বলতা
যেন অপর রহস্যের অন্যমন সুদূর উচ্চারণ।
শীতের বাগান সেখানে স্পষ্ট জ্যোৎস্নাময় কথা।

॥ ৩ ॥

আমার ঘরে তোমার কোনো ছবি রাখিনি।
সাদা দেয়াল একা।
এবং তার অক্ষমতা মালতী ফুল ঘেরা মাটির ঘর
এখানে আজ ভাঙা ইঁটের পরিশ্রমী রেখা
আকাঙ্ক্ষায় তীব্র, চায় তোমার মুখের বিস্তৃতির প্রহর।

দীর্ঘ সেই নদীর তীরে যখন বসেছিলুম
পাশের সেই শিরীষ গাছ তরঙ্গিত হাওয়ায়
একটি নিবিড় ফলের সমগ্রতা।
এবং তোমার চুলের কালো বটগাছের তমিস্রায় হারায়।
উপরে নীল আকাশ স্থির সমর্থনে চাঁদের পূর্ণতা।
বৈশাখের দুপুরবেলার নদী
বুকের মধ্যে দ্বিতীয় প্রেমিক রঙের ছায়া রাখে না।

মস্ত বড় পাঁচিল পুবদিকের, দক্ষিণের জানলা
সপ্রতিভ অশত্থগাছের আলিঙ্গনে। যখন খুব চেনা
হাওয়া আসবে পাশের মাটির উঠোন থেকে
একমুহূর্ত তোমার কথা ভাববো।
এইটুকুই আমার মাত্র গৌরবের
শ্রাবণধারামুখর কলরবে
আমি অসীম বিরহী, আমি স্পষ্ট দুঃখের।
হাওয়া যখন স্বাধীনতা, প্রবাহিত তীব্র সৌরভ
তোমার ছবি আমার ঘরে রাখবো।

দেখা করবো না

ফিরে চ'লে যাবো তবু দেখা করবো না।
ভেজানো দরজা তার সামনে দিয়ে পথ
কতোবার হেঁটে যাই—সংহত চেতনা।
ভয়ে হিম হয়ে আসে হঠাৎ ক ন
সমস্ত বিশ্বাস যদি মায়ার জগৎ
অবলুপ্ত। যদি সেই সুদূর নির্জন
দু-টি চোখ দরজা খোলে যদি মুখোমুখি!
অবচেতনার পাপ ক্লেদাক্ত হীনতা
কোনো ক্ষমা করেনিকো কবে চুপি-চুপি
এঁকেছে বলিষ্ঠ রেখা, প্রকাশিত কথা
সারামুখে। দেখা করবো না ফিরে যাবো।

অসংখ্য পুনরাবৃত্তি লীন মুগ্ধ ডাক
হৃদয়ের কিংবা এক হৃদয়েই পাবো।
অন্যমন সন্ধ্যা আরতির মগ্ন শাঁখ
রিক্ত অন্ধকারে যায়। সেখানে জানাবো
সব বেদনার কথা, যৌক্তিক কারণ।
ব্যর্থতার ইতিহাস কোন পটভূমি
পেয়েছিলো। ইতিপূর্বে নন্দিত গোপন
পাখার আনন্দ আর অধুনা আভূমি
নত আকাঙ্ক্ষার ঘৃণ্য অপপ্রয়োগের
প্রকৃত তাত্ত্বিক হেতু। এবং সে-কথা
কেবল আঁধারে ব্যক্ত। সুশীল ছন্দের
সামনে বিবর্ণ ম্লান লজ্জায় শংকায়।

দেখা যদি করতাম? তা তো অনায়াসে
করা চলে। সুনিবিড় আবেগী ছায়ায়

এই মুহূর্তেই যাও নমিত উচ্ছ্বাসে
তপ্ত হাত রাখো, দরজা খুলবে আর সেই
স্নেহস্বর শুধাবে কুশল প্রশ্ন। দু-টি
চোখের ভাষায় মৃদু অনুযোগ। নেই
দ্বিধা, সাহজিক অভ্যর্থনা, যেন ছুটি
শরৎ আকাশে; শুভ্র ব্যাপ্ত আহ্বান।
ভাবতেও ভয় করে। ঠিক জানি ঠিক
সব ধরা প'ড়ে যাবে। সুচিরপ্রয়াণ
অমর্ত্য সৌরভী কণা। যতো না অলীক
বর্ণের উদ্ভাসে সাজো নিপুণ চতুর
গোপন রাখে না কিছু—দ্বিতীয় উপায়
নেই। হে মমতা, যেন প্রস্ফুটিত সুর
দরজা না খোলে। আমি ফিরবো নিরালায়

শরৎকাল

(শ্রীঅমিতাভ চট্টোপাধ্যায়-কে)

পুরোনো প্রেমিকা আমি তাকে দূরে রেখে
এখানে এসেছি। তার হাত পুড়ে গেছে
মুখ পুড়ে গেছে।
সারাদিন পথের ধারের জানলা
পুকুর-পাড়ের জানলা
খোলা রাখি। ভালোবাসবো নতুন মেয়েকে।

ফিরে চ'লে আসার দিন একবার বারান্দায়
একবার ঘরের ভিতরে।
করুণ মিনতি তার মনে আছে। আমিও করুণ
দুঃখিত শীতের তাপে রুগ্ন যন্ত্রণায়
যেন ঘর-ভরা প্রতিধ্বনি। আমি তার দিকে
একবার চেয়েছিলুম। তারপর দ্রুত
পালিয়ে এসেছি এই নতুন বাড়িতে।

এখনো আবছা মনে পড়ে। কুৎসিত আঙুলগুলো
চোখের তারার সর্বনাশ।
আমাদের পূর্বরাগ তাও মনে পড়ে।
দিনে-দিনে রচিত ভালোবাসা
আজ তার ধুলো
মুঠি ভ'রে এনেছি। আমি নতুন মেয়েকে
সেই ধুলো দেবো, দেবো প্রথম বিশ্বাস।

সম্পূর্ণ শরৎকাল মেঘ-পাখি-শিউলিগাছ
আলো যেন উত্তরদিকের স্পষ্ট দিঘি।
ওরা স্থির সমর্থন করে, বলে, তুমি পুরোনো প্রেমিকা
তাকে কেন হত্যা করোনিকো। মমতা আমার
তোমাকে করুণা করি। কিংবা তুমি বুঝি
চিরদিন শিখা
নতুন মেয়েটির মুখে আলো দেবে ভালোবাসবার।

নববর্ষ

সমস্ত রঙ এখন এক রঙে
জলের মতো শীতল।
পরিশ্রমী হাওয়াও দূর গ্রামে
সেখানে আজ বিকেলবেলায় আলোর কোলাহল।
অভিজ্ঞতা ত্ব-পায়ে ম্লান বিধুর বিশ্রামে।

এই আমার পুরস্কৃত দিন!
পুরোনো নীল প্রতিশ্রুতি যদি জ্বালি কিশোর দুই চোখে
তোমার-ই স্থির প্রতিবাদের ভাষা তাকে করে তামসলীন।
সুদূর দীপ আনত অনালোকে।
তোমার গ্রাম এখন সাতবর্ণে উজ্জ্বল।
সামর্থ্যের মহিমা তা-ও আমার বুকের রক্ত-গোলাপ ছিঁড়ে
নিপুণ হাতে নিয়েছো, নির্মল।

এখন চার দেয়াল ঋজু প্রতিষ্ঠিত হিম প্রতিজ্ঞার
অনেকদিনের পরিশ্রমের স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনতা।
অভিজ্ঞতা!
কিংবা অভিজ্ঞতার রুগ্ন ভ্রান্ত ব্যবহার
পরাজিত, তোমার মুখের অপর ব্যাখ্যায়?
কিন্তু সকল প্রস্তুতি-ই আকাঙ্ক্ষিত যে ছবি চেয়েছিলো
সুদূর দীপ—তোমার গ্রাম আমার গ্রামের শুভ্র অভিন্নতায়
নিবিড় সেই আকৃতি, তার জেনেছো কোনো কথা?
ভ্রান্তি যদি, সংশোধনের প্রেমিক পথ ছিলো।

একা

মাগো, আমার খেলার পুতুল অনেকদিন হারিয়ে গেছে
সমস্ত ঘর এখন একলার।
উঠোন ভ'রে হাওয়া আসে ভালবাসবে ব'লে
ওদের মুখ। কিন্তু আমি কী ক'রে আর পাতবো সংসার!
এলোমেলো রাঙা-শাড়ি ছড়িয়ে আছে ঘরের মলিন কোণে
কাকে ঘিরে আনবে আমার আকাশ-ভরা দিন?
সকল আয়োজন-ই আমি ভাসিয়ে দেবো ধূলোর ম্লান কোলে
একলা তা'রা করুণ অর্থহীন।

ভালোবাসার ছবি

দূরের বন্ধু, তোমায় মনে পড়ে
আবছা ম্লান ছবি।
আর কতোকাল বাঁচিয়ে রাখি ধূসর অক্ষরে?
অনেক ব্যবহারে আমার পরিশ্রমী তুলি
ক্লান্ত, সব জানলা বন্ধ করে।
অন্ধকারে মলিনতা দৃষ্টি-অবহেলিত বাস্তবতায়।
ভালোবাসার ছবি তাকে মানায় বলো ধূলি?

প্রশংসিত লাল

বিকেলবেলার সেই কিশোর মাঠের উপকথা
তোমার ভালো লেগেছিলো।
দেখেছিলে চারিদিকে বড়ো-বড়ো গাছের ছায়ার প্রদীপ
এবং এক অবিরোধী বন্ধুতার প্রবাহিত স্বাধীন উজ্জ্বলতা—
সঞ্চারিত সিঁদুর যেন মৃগনয়ন প্রেমিক অভিভাবক।

উন্মুখর কাঁকন তার দুয়ার রুদ্ধ করার সহায়ক
ভেবেছিলে। অনাত্মীয় মধ্যাহ্নের প্রখর উপকরণ
অন্য ব্যবহারে মাত্র একটি জানলা, একটি মুখের সমগ্রতায়।
সুস্থ ব্যবহারে কিংবা সুস্থতাই সমন্বয় মিলিত উজ্জীবন।
দেখেছিলে বিলীন উৎসর্জনের নিবিষ্টতা, পরম অভিপ্রায়।

উদ্ভাসিত স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত ছন্দোময় উন্মাদনা
বিস্তারিত কণ্ঠ দীর্ঘ আহ্বানের—তোমার নয়, তুমি মুখর
তরঙ্গের শিখরে নীল চঞ্চলতা হ'তে পারো : প্রকৃত প্রস্তাবনা।
ব্যাপ্ত বিকেলবেলার মাঠে আকাঙ্ক্ষার হিরণ্ময় প্রহর
বিকেলবেলার মাঠ তোমার অনেক ভালো লেগেছিলো।

গভীর সেই ইঙ্গিতের রোমাঞ্চিত সংবেদন
ব্যবধানে তবুও তার অন্তরালের স্বভাবী প্রতিক্রিয়া
অবিরত আবর্তনে—উপজাত মগ্ন আচরণ।
ধারাবাহিক আদর্শের অনুস্মৃতি। চপল পরকীয়া
চরিত্রের সরল পরিণতিতে হয় আলোছায়ার আকর্ষণী দূর।

কখন তার অঞ্চলের অভাবিত নির্বাচিত আলো
তোমার আর্ত মুখে নিবিড় মহিমাময় স্পর্শ বন্ধুর।
নাকি প্রখর স্বপ্ন তার অনুষঙ্গে চিরস্থায়ী মাতাল।
পটভূমির তমসালীন প্রবণতা অসংশয়ী ভালো
মিলনী প্রস্তাবের চায় একক কিংবা অপর প্রকরণের এক-ই
মহৎ সাধু প্রশংসিত লাল।

ফিরে-যাওয়ার পথ

॥ ১ ॥

হঠাৎ ঝড়ে পুরোনো বন্ধুটির ছবি
ভেঙে গেলো। বন্ধুটির মুখ
হঠাৎ ঝড়ে আমি আবার দেখতে পেলুম।
একটি দিনের আকাশ যেন সমুদ্রের সংহতির জ্যোৎস্না।

সমুদ্র তো অচঞ্চল রেখার স্থির রুদ্ধ অসীমতা
আলো যেন অনাশ্রয়ী ঘুম।
সমুদ্র তো একদা তার তরঙ্গের রক্তিমতা, কথা
তীব্রতায় আশ্বিনের আলোকিত আন্তরিক প্রহর।

সন্ধ্যাবেলায় নদীর একা, প্রবাহিত পাতার মর্মর
আলো-জ্বলা ঘরের স্তব্ধ উপস্থিতি।
বন্ধু, আমার মনে আছে একটি উন্মোচন, একটি
দাবি এবং সমর্থন এবং অতিথি

যেন বৃষ্টি থেমে-যাওয়া নিবিড় অশথগাছের উপর আকাশ
নীল রঙের মেঘ, ছায়া-রঙের।
চ'লে যাওয়া ; হঠাৎ ঝড় নাকি করুণ অপলাপী রুগ্ন আশ্বাস
আঘ্রানের সন্ধ্যাবেলার শহর।

এবং উঁচু বাড়ির উপর একটি তারা, তিনটি তারা
আবছা আর ট্রামের লাল আলো।
বিকেলবেলার মেঘের রঙ হারিয়ে যায়, রেখা থাকে।
নীরব সাদা বেদনা নয় বিরহ তার মতন শুভ্র ভালো।

॥ ২ ॥

তুমি ভালো আছো। আমি এখন নতুন বাড়ির
বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। পশ্চিমের আকাশ
সমারোহে মৃত্যু তাকে সমর্থন করে।

পরিশ্রান্ত পাখি বিকেলবেলার অবকাশ
সাদা অনুভবের হাওয়ায়।
কী ক'রে যে তুমি এমন ভালো আছো!
সহজ মেঘ স্বার্থপর অন্যমন অসহায়ের খেয়ায়।

যে-ছবি আজ অন্ধকার সিঁড়ির তলায় তাকে
দিনে-দিনে এঁকেছিলুম।
মধ্যরাতে দশবারোটি প্রবাহিত কাকের চীৎকার
পরিস্ফুট করে শীতল উচ্চারিত সম্মোহিত ঘুম।

কী ক'রে যে আমি এখন নতুন বাড়ির
ফাঁকা ঘরে বিস্ময়ের রহস্যের মতন।
কথা বলি; প্রতিধ্বনি চাই আমার প্রতিধ্বনি চাই
বিকেলবেলার মতন স্থির।

উৎসবের সমর্পিত উপকরণ, নিয়মী প্রণতি।
পশ্চিমের আকাশে মেঘ ফিরে-যাওয়ার পথ।
হেমন্তের পরিস্রুত অন্যমন, দুপুর, গোরুর গাড়ির
নতুন বাড়ির বারান্দায় বৃষ্টি-থামা মৃত্যু, শাশ্বতী।

॥ ৩ ॥

ভিড়ের থেকে স'রে এসে বকুলগাছের নিচে
আমি প্রথম অনন্য একক।
তুমি দূরের বাঁকে শীতল মিলিয়ে গেলে।
ভিড়ের মধ্যে তোমার-ই মতো আরো অনেক মুখ
ঠাণ্ডা আর যাবে না উড়ে উধাও পাখা মেলে।

স্রোতের মতো বিধুর। আমি তোমার নাক-চোখের মৃদু রেখা
কিছুই মনে রাখি না। এক অবিচ্ছিন্ন গতি।
সহজ হাওয়ায় চারটি-পাঁচটি বকুল মাথার উপর
নির্জনতা, তখন ভীষণ একা।
হঠাৎ দেখা আকাশ, ব্যথা, উন্মোচিত প্রহর।

এবং সুদূর নদীর দুপুর ছোটো-ছোটো তরঙ্গের নীরব
চৈত্রমাসের ধুলো-ওড়া সমর্পিত অনুবর্তিতায়
মৃত্যু ; যেন ভোরবেলার গোলাপ
বিস্ময়ের, সঞ্চারিত অভিভাবে, মূর্ত নিমগ্নতায়
একটি স্থির হিরণ্ময় তারের নীল মিলনী উত্তাপ
এনে দেবে। বকুলতলা বাসর: .রর দৃপ্ত অসীমতা।

এবং এক অজগরের পরিশ্রান্ত ক্রুদ্ধ ব্যর্থতা
পথের ফাটা রেখায় বোবা বাড়ির ফাটা রেখায়।
হবো না রক্ত তেপান্তর। স্পষ্ট ক'রে বলো
আলোকিত পথের মধ্যে একটি অন্ধকার, এক উজ্জ্বলতা
বকুলতলায় অনন্তকাল মিলনলগ্ন
আবার নীল মিলনলগ্ন
রচনা তার অদৃশ্য কোন হাজার-হাজার শিশুর শৃঙ্খলা।

সকালবেলা

তোমার জন্যে সকালবেলা উঠে
করেছি প্রার্থনা।
তুমি আমার অন্য সকালবেলা।
অপর প্রস্তাবের ভাষা। বিনীত স্বর বলি,
দরজা আর জানলা খোলা বিশাল ঘর
মগ্ন আরাধনা
প্রতিশ্রুত আলোকে চায় তোমার জন্যে, আমার সম্মান!

তারা আসে নিজের দাবি নিয়ে।
বহুদিনের বন্ধুতার প্রত্যাশিত দান
তাদের কাছে যাবো না।
আজ আমার সব দিয়ে
প্রস্ফুটিত একটি প্রার্থনা
তোমার জন্যে—তুমি আমার অন্য সকালবেলায়
সম্মানিত আলো এনে ভরেছিলে!

পুরোনো এক অভ্যাসের বিবশ দূর মালা
শুকনো ফুল নিজেই প্রতিবাদ।
হারানো দিন, বর্তমান, ব্যথিত নিরালা
সহসা মেঘ নিয়ে এলো সপ্রতিভ ঝড়ের সংবাদ।
তারা আমায় নিয়ে যাবে দিগ্‌বিজয়ী আলোর কিনারায়-
আতত অভিভাব:
তোমার শুভকামনা কিন্তু তারও অনেক বড়ো
ভবিষ্যৎ মূর্ত প্রস্তাব।

সকালবেলা বিশাল ঘরে পুরস্কৃত আলো
তোমার জন্যে করেছি প্রার্থনা।
একটি শিখা রয়েছে তার তমসালীন ভালো
বিজয়ী এক মৌল মহিমায়।
সপ্রতিভ ঝঞ্ঝা, ঈষৎ থামি—
অপর জিজ্ঞাসা
আমার অন্য উপস্থিতি কোথায় তার আকাশ
তোমার জন্যে না যদি প্রার্থনা।

দ্বৈত

আমার মনের রঙের উচ্চারণে
অনেক ছবি এঁকেছি।
একটি আলো এখনো তার সুদূর স্বাতন্ত্র্যে।
আমি যখন চেয়েছি তাকে সহজ সম্মিলনে
আমার রঙ এবং তার রেখার ব্যবধান
অনাশ্রয়ী ব্যক্তিত্বের সপ্রতিভ মন্ত্রে

উভয়ত। কিন্তু তার আদর্শ ও প্রস্তুতির ভাষা
ঐকতানে পেয়েছে নিজ আবশ্যিক সম্মান।
আমার রঙে আঁকবো তাকে, যদি ভাবি,
জানাই আমার দাবি
অন্য মুখ এলো, আমি অন্য কাচে চাইনে তার মুখ।
বিশাল দূর আশা
গভীর কোন অন্ধকারে সর্বজয়ী অনিদ্রিত চাবি ?
সম্মানিত, কিন্তু একক দ্বীপের যন্ত্রণা
এনে দেবে অপর নীল প্রত্যাশিত লগ্ন অপরূপ।

অনেক মৃত্যু

তুমি যখন আমার বাড়ির সামনে দিয়ে
রোজ যাওয়া-আসা করতে আমি একবারো
তোমাকে দেখিনি। কিংবা দেখেছিলুম শুধু
সেই দেখা দেখতে পারিনি যা দিয়ে
তোমার চোখের ভাষা পড়তে পারা যায়।
অথচ সেদিন-ও তুমি চোখে আলো জ্বেলেছিলে, তুমি
পরে বলেছিলে
যেদিন আমার ঘরে এসে তুমি অকপট আমার চাওয়ায়
স্পষ্ট হ'লে। অথচ ভিড়ের মধ্যে কোনো বোধ নেই
অথচ ভিড়ের মধ্যে তোমার নাকের ডান দিকে
তিলটি ঠিক স্বাতন্ত্র্যের শুকতারার মতো জ্বলেছিলো।
যেদিন প্রথমদিন ঘরে এলে বসলে আমার বিছানায়
সেই শুকতারা যেন শ্যামাঙ্গী বধূর লাল টিপ।
আর আমাদের প্রেম
দুপুরবেলার সেই মাঠের স্পষ্টতায়।

•

বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে মৃত বন্ধুটির পাশে তীব্র
দুঃখের যন্ত্রণা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। তরুণী বধূটি
বারবার প্রশ্ন করে—কোনোদিন ফিরে কি আসবে না?
কী ক'রে শীতের পাতা গাছের বাইরে পায় ছুটি?
তখন আকাশ-ভরা কান্না যেন শ্রাবণ মেঘের
মতো অকম্পিত দ্রুত। আমি খুব দুঃখ পেয়ে
পথে নেমে এসেছিলুম। কিছুটা দূরের বাঁকে দাঁড়িয়েছিলুম
কথা বলেছিলুম এক অল্পচেনা মুখের ধূসরে।
সে নিজে গান গেয়ে
অর্থাৎ গানের মতো শব্দ ক'রে তার প্রেমিকার কথা

আমাকে শুনিয়েছিলো। আর কিছু পরে
মৃত সেই বন্ধুটিকে দেখলুম চারজন লোক
নিয়ে আসছে। সঙ্গে আরো লোক আছে—আত্মীয়-স্বজন।
আর পথে বড়ো-বড়া আলো, আর ট্রাম-বাস আর
অজস্র লোকের মুখ কালো নীল উজ্জ্বল নির্জন।
বন্ধুটির পাশে গিয়ে দাঁড়াবার কোন দরকার?
কলকাতার সন্ধ্যায় রাজপথে
মৃত্যুকে দুঃখের মতো ক'রে আমি চিনতে পারিনি।

মনে পড়ে পদ্ম-ফোটা পুকুরটির দক্ষিণের দিকে
সমৃদ্ধ বাগান—বেল-যুঁই-হাস্নুহেনা ফুল।
তরুণ পাখিটি উড়ে এসেছিলো বকুলগাছের ডাল ছুঁয়ে
দু-একটা বকুল ঝরেছিলো। জলের কিনারে এসে
মুখ দেখেছিলো তার, তার ডানদিকে
আনন্দিত অশোক-পলাশ। চারিদিক ভালোবেসে
তরুণ পাখিটি দীর্ঘ আলোর উপরে তার ডানা মেলেছিলো
তারপর জলের ভিতরে
ঠোঁট রেখেছিলো তার হয়তো বা জলের শীতলতার
স্পর্শ নেবে বলে। ঠিক সেই মুহূর্তেই
ঢিল ছুঁড়ে পাখিটিকে হত্যা করেছিলে
জলের উপরে লাল রেখা দেখে কেঁদে উঠেছিলে।
ভীষণ যন্ত্রণা যেন অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া পথ।
ওদিকে তখন
অশোক-পলাশ গাছ ফুল নিয়ে হেসে উঠেছিলো।
তখন কি তার
প্রতিবেশী বেল-যুঁই-হাস্নুহেনা হেসে উঠেছিলো?
সতর্ক করোনি কেন পাখিটিকে অশোকফুলের গাছ
তুমি বলো, পলাশফুলের গাছ
কেন তোমরা হেসে ওঠো?

ঘরের ভিতরে তুমি আজ আছো, তোমার দুঃখের কথা বুঝি।
তোমার আবেগ তাকে বুঝি।
পথ দিয়ে যেতে তুমি বারবার একটি মুখের
বারান্দায়-বারান্দায় চোখ তুলেছিলে।
সেই বারান্দার নীল পিছনের ঘর
তুমি তাকে পেয়েছো এখন
আমিও পেয়েছি
আমাদের দু-জনের চাওয়া আলোকিত সুস্থ সম্ভাষণ।
তোমার নিবিড় কাছে ব'সে
আনন্দ, অথচ এক শিহরিত প্রশ্ন স্থির জলে—
হয়তো আমার বাড়ির সামনে দিয়ে
এখনো হাজারজন ভালোবাসা আমাকে ভালোবেসে
পথ হাঁটে। আমি তাদের চিনতে পারি না।
তারাও তোমার মতো হয়তো বা আমার শরীরে,
শরীরের সঙ্গে লীন
হ'তে চায়। তারা দূরে থাকতে চায় না
ঠোঁটের উপরে ঠোঁট রেখে তারা সব কথা বলতে চায়।

পথে নেমে তাদের তো চিনতে পারবো না
আমার ঘর কি ততো বড়ো করতে পারি
যেখানে সকলে আসবে, আমার পৃথিবীভরা প্রেমিকারা সব।
সকলের সঙ্গে আমি ভালোবাসার কথা বলবো, সকলে আমাকে
ভালোবাসার গান শোনাবে। সকলে আমাকে
তাদের দুঃখের গান যখন বলবে
প্রত্যেকটি দুঃখ আমি পাহাড়ের মতো অবিচল
স্পষ্ট বুঝতে পারবো। আমি তাদের সান্ত্বনা দেবো
ঠোঁটে ঠোঁট রেখে।

কেবল একলা তুমি আমার ঘরের বিছানায়
আজ আছো। তুমি প্রতিবাদ ক'রো না

আমি যদি দুইজন তিনজন প্রেমিকাকে এই ঘরে আনি।
তোমার নিবিড় পাশে এসে তারা যখন বসবে
তুমিও তাদের এক মা-বাপের আদরিণী মেয়ে
ব'লে চিনতে পারবে।

॥ ২ ॥

সবসময় তুমি নিজের ঘরে থাকো।
ঘরের রঙ দিয়ে
বৃষ্টি-থামা ফুটপাথের ছবি আঁকো।
কথা বলো বন্ধুটির সঙ্গে যখন পাশাপাশি
হাঁটো মুখর পথে নিবিড় আত্মীয়তা জানো।
শান্ত মুখের লোকটি যিনি দাঁড়িয়ে আছেন
দূরে, তাকে তুমি চেনো আলাপ করিয়ে দিলে।

একটি মাত্র জানলা আর কতটুকু দেখাতে পারে!
কৃষ্ণচূড়া গাছটি হয়তো ভালো
হয়তো এখন রক্তিমতা অমিতসম্ভারে।
হয়তো আরো আলো
পশ্চিমের সূর্যাস্তের দ্বিতীয় নিখিলে—
ঘরের চারিদিকে যদি জানলা থাকতো।

হয়তো মুহূর্তের দেখা স্টেশন এখন ব্যস্ত
ট্রেন থেমেছে, একটি কালো জলের মতো মুখ
অনেকদিন পরে আবার ঘরে ফিরলো, বড়ো-বড়ো
দু-চোখ মেলে চাইছে, সেই মুখ
স্পষ্ট নয়। ভোরবেলার স্টিমার-ঘাট তাও তো মনে রাখো
সেখানে কে দাঁড়িয়ে ছিলো, হয়তো ছিলো
কালো জলের মতন বাঁকা মুখ।

সবসময় তুমি নিজের ঘরে ছিলে।
কোনো ছবি-ই দেখোনি, কিংবা দেখেছিলে

মাত্র একটি জানলা দিয়ে।
হাজার-হাজার ছবি তারা দক্ষিণের দিকের
পুবদিকের কিংবা পশ্চিমের।
একটি জানলা খোলা ছিলো উত্তরের দিকে—
তিনদিকে কতো ছবির মৃত্যু হ'লো।

ঘরের চারিদিকে তুমি জানলা খোলো।

॥ ৩ ॥

রূপসী নদীটি তাকে দেখতে যাও তুমি।
এসেছো নতুন দেশে চারিদিকে নয়নতারা ফুল
বালির বিস্তৃতি আর অভ্র-জলে বালির গভীরে
ক্লান্ত অবসন্ন দীপ্তি তার চেয়ে সংহৃত অকূল
আকাশ সেখানে যেন এক সমগ্রতা
সেখানে নিবিড় যেন এক ভালোবাসা
জ্ব'লে ওঠে প্রসন্ন তিমিরে।
এখনি সন্ধ্যা নামবে তার আগে দেখো
নদীর কিনারে বসা অপরিচিতার দূর মুখ।
অন্ধকার নামবার আগে তাকে স্পষ্ট ক'রে আঁকো
প্রেমিক তুলিতে, তার কাছে গিয়ে বলো,
ভালোবাসি।
তার কাছে যাও তার নীল-রঙ শাড়ির ঝলোমলো
আঁচল সরিয়ে দাও মুখ থেকে। দুই হাতে তুলে
ধরো তার মুখ, রাখো সূর্যাস্তের আলোর শুভ্রতায়।
বুকের কাপড় তাও সরিয়ে দেবে সমানে হাওয়া
মিলন-মুহূর্তে দীর্ঘ নদীটি গাইবে গান অমল মর্মরে।
ভুরুর নিচের ছায়া চোখের পাতার নীচে ছায়া
সব মনে রেখো তার চুল কেমন বৃষ্টির মতন ভেঙে পড়ে।
তোমার নিজের দেশে তাকে অনায়াসে নিয়ে যেও
তার দুঃখ জেনো তার ভালোবাসা নিবিড় ক'রে জেনো

নদীর ওপারে ব্যাপ্ত আকাশকে অপমান ক'রো না।
প্রবাহিত দেখো
সকল প্রাণের দুঃখ সংকলিত একটি পাতায়।
আর ওই মগ্ন অন্যমনা
বালিয়াড়ি, হীরার মতন তার নয়নের জল
জ্ব'লে ওঠে। অপরিচিতাকে তুমি রেখো না নিরালায়
তারে ঘরে আনো, ঘর হোক আলোকিত, সুস্থ সহজ সচ্ছল।

কিটির জন্য

তোমায় আমার আশীর্বাদ জানাই
মধ্যদিনে।
প্রথমদিনের আলোর কথা মনে রেখে।
তুমি তোমার প্রথমদিনের আলোয় এখন।
যে-পথ গেছে পরিশ্রমী অন্বেষণে এঁকেবেঁকে
তাকে তুমি জানোনি।
তাই মনের মতন
ছবি এবং সময় এক-ই ছবি।

নতুন ক'রে গ্রহণ কিংবা নতুন অভিজ্ঞতা
হয়তো ছিলো সাধনা প্রাথমিক।
তারা আজো প্রত্যাশিত মুখের বিবর্ণতা
নিয়ে আসে, তারা আমায় ব্যবধানের রুক্ষতায় টানে
তারা আমায় তোমার দেশে আগন্তুক করে।
অসহ এক অন্তরাল।
আমি তাদের মায়ার অভিসার
ভুলে যাবো মনে করি যখন তোমায় দেখি
মধ্যদিনে, প্রথম ভোরের আলো তোমায়,
সুদূর সত্তার।

কখনো এক প্রতিশ্রুতি বিদ্যুতের মতো
স্বাধিকারে দীপ্ত নির্ভয়।
যে-টুকু তার পটভূমির মহিমা সেইটুকুই
ক্ষণিক সংবেদনে স্থির সম্মানিত বিস্ময়।
মুহূর্তের পুরস্কারে আমি তখন তোমার ভোরের পাশে
আমি তখন তোমার বন্ধু হ'তে পারি।

আশীর্বাদ নয় আমার মুগ্ধ অবকাশে
সমন্বিত দীর্ঘ আলো তোমার বা আমার-ই।

আকাঙ্ক্ষার বিবিধ রেখা চিরদিনের চাওয়া
তোমায় আমার আশীর্বাদ জানাই।
আমার প্রথমদিনের আলো নিবিড় পূর্ণতা
নিজেই যাকে করেছি ক্ষয়
তার-ই অনেক কাছে তোমার হাওয়া।
তোমার বন্ধু হবো আমি—
ব্যথিত প্রত্যাশা
নাও আমার স্বপ্ন নাও আমার আশীর্বাদ
অপর অবকাশে ভরুক সুস্থ জিজ্ঞাসা।

অন্ধপাখি

আনন্দ চাই জীবনে, কই আলো ?
আলো যদি না থাকে তবে জীবন
রুগ্নতায় অন্য স্থির আলো নেভায়
মাঝে-মাঝে
রুগ্নতাই আলো হ'য়ে আমার ভালোবাসাকে চায়।

যন্ত্রণায় আকাশ আমি তোমার কাছে বলি
আনন্দ দাও আমায়, গান দাও।
কিন্তু নিরপেক্ষ ছবি সমমর্মী শিল্পী তাকে চায়
না হ'লে তা কেবল রঙ রেখা এবং অন্যতম আকার।
প্রান্তরের উপর গিয়ে জীবন হবে উধাও
শহরে নয়—প্রতিক্রিয়া ক্রিয়ার ব্যবহার।

পরিবেশের আবহাওয়ার নির্দেশিত মন।
অন্যদেশে অপর ইঙ্গিতের মহিমায়
ভালো এবং যা ভালো নয় সকল-ই এক উদার সম্মিলন
হ'তে পারে।
আনন্দ চাই দীপ্ত পটভূমি।
শরৎকালের পাখি কিংবা বসন্তের অশোক তার
অপচয়ের হাওয়ায়
স্বাধিকারে সফল পথের উজ্জ্বলতা নিজেই উচ্চারণ।
শীতের রুগ্ন ভোরে তারা অবজ্ঞাত
যখন জরাতৃষিত বনভূমি
তখন পাতা ঝরে কিংবা অন্ধ পাখি কুয়াশাকেই
বন্দনা জানায়।

আন্তরিক স্বর

সমস্ত লোক একটি দীর্ঘ ছায়া
আকাশে।
ছায়ার দিকে কখনো কেউ চাইবে না।
নিজের অর্থে অগ্রগামী চ'লে যাবে নিয়মী আশ্বাসে।
সূর্য যখন সঠিক মধ্যস্থিত
সম্ভবত তখন প্রখর তাপের প্রেরণায়
দু-দিকে তার ছায়া খুঁজবে ব্যাকুল অতিভীত।
নিজের অস্তিত্ব বিষয়েই
প্রবল সন্দেহে।

অবশ্য নীল আকাশ তার অবিচ্ছেদ্য স্নেহে
অন্তরালের প্রতিষ্ঠিত প্রান্তরের গোপন বিশালতায়
সকালবেলার বর্ণহীন ভালোবাসার আনন্দিত স্বর
রেখে দেবে। কিন্তু সব সরল ভালোবাসাই
অবজ্ঞাত, ব্যর্থতায় দূর।
সমস্ত লোক কারুকাজের বিকেল ভালোবেসেছিলো
অন্য এক স্বরে
কেউ তাদের নিবিড় ক'রে চেয়েছে আর
শব্দ নেই তবুও এক ধ্বনি
আড়াল থেকে চিরন্তন বলেছে যাই-যাই।

বিকেল ক্রমে হারিয়ে গেছে ছায়ারঙের অবশেষে
দুপুরবেলার দগ্ধ মৃত খনি।
সমস্তলোক এখন তার গহ্বরের রুগ্নতায়
ছায়ার শীতলতা খুঁজে তমিস্রাতে মেশে।
উপরে আর আকাশ নেই ভালোবাসার দীপ্ত নীল ঘর
ভালোবাসাই তাদের স্থির প্রতিচ্ছবি চিরদিনের শ্যামলিমায়
সেদিকে কেউ চায়নি আজ তাপের আজ ঘৃণার ব্যবহারে
অন্ধকারে ভুলে গেছে প্রবাহিত আন্তরিক স্বর।

রাত্রি

ভোরবেলায় যখন সাগর এবং পৃথিবী
উন্মুখর সূর্যালোকের সমধর্মী।
ভালোবাসার শাসনাধীন রাজপুরীর সন্ধানে
তখন আমি বেরিয়েছিলুম। যেহেতু ভালোবাসাই
প্লাবিত সেই উজ্জ্বলতার সমমর্মী।
কিন্তু সারাদিনের শেষে অলস অভিমানে
যখন সাগর এবং পৃথিবী
প্রেমিক-চিহ্ন পুড়িয়ে-দেওয়া ছাই।
স্বর্ণচন্দ্রাতপ কিংবা ময়ূর সিংহাসন
একটি মাত্র প্রেয়সী তার দুপুরবেলার চুল
একটি মাত্র প্রেয়সী তার বুকের ঢেউয়ের মাতন
তারও অধিক সন্নিহিত হৃদয়ী দুইকূল।
স্মৃতির দেউল কখনো নয়, হাওয়া
উষ্ণ এক ঘরের চারদেয়ালে।
কারুকাজের বাহার নেই, কিংবা কারুকাজ
ফাটল-ধরা উদাস মাটির দাওয়ায়।
চন্দ্রালোকের সমর্পিত সাজ
নিবিড় এক স্রোতের পরিপূর্ণতায়
একটি দীপ-ই দুইটি দীপ জ্বালে।

উপলব্ধি

তুমি থাকো জলের ভিতরের
গাছে, গাছের শীতলতায়।
উপরে তুমি এসো না আর সম্মানিত পাখি।
কী সুন্দর তোমার বুক যেন দিঘল হাওয়ায়
ছড়িয়ে দেওয়া পাপড়ি তার খুশির লাল আবির।
আর তোমার বাঁশির মতো ঠোঁটের—
ঠোঁটই এক বাঁশি যেন যখন তোমার সঙ্গীতের স্থির
আমন্ত্রণ আকাশ তার দু-হাতে বাঁধে রাখী
আমি দেখি তোমার স্বপ্ন যেন মুখর অসীম ক্ষমতা।

তোমার সেই স্বপ্ন তাকে নদীর এই তীরের
গাছের উপর কখনো এনো না।
নদী যদিও শীতলতা কিন্তু রৌদ্র যেন প্রবল ভয়ের
আর হাওয়ার অবিবেকী স্বেচ্ছাচার।
তোমার রঙ হারিয়ে যাবে সম্মানিত পাখি
জলের নিচে তুমি গভীর থাকো।
উপরে নেই ভালোবাসা—ভালোবাসাও নিয়মী ব্যবহার
জলের নিচে তোমার ঘরের ছবি আঁকো
জলের নিচের আকাশ তার দু-হাতে বাঁধো রাখী।
জলের নিচের গাছের
সহজ প্রেমিক অবকাশে তুমি পাবে
প্রবাহিত সুস্থ সম্ভার।

বিজিত নায়কের খেদ

দেয়াল থেকে তোমার সেই ছবি
কে নিয়ে গিয়েছে ?
সবসময় আমি তো ঘরে ছিলাম।
প্রতিজ্ঞার উজ্জ্বলতা অন্তরালে এখন ম্লান মুখ
হারিয়ে গেল প্রত্যাশিত প্রতিষ্ঠিত নাম।

হাজারআলোর পথের বাঁকে দাঁড়াই।
যদি আমার অশ্রুজল মত্ততার গৌরবের পাপের বেদীমূলে
ভাসায় তবে ক্ষমা পাবো ? প্রস্তাবিত আকাশ—ভাবি তাই।
ভরাদুপুর তমসালীন ক্রুদ্ধ এলোচুলে
ভীষণ ঝড় দু-চোখ বাঁধে অন্ধতার হীন দুর্বলতায়
আমায় তারা বহুরূপী সাজায়। তারা অসীম কৌতুকে
তোমার মৃতদেহ নিয়ে কোথায় যায় ?
যেন নিবিড় বৃষ্টি পড়ে বটগাছের প্রবীণ নিশ্চুপে।

চিরদিনের সাধনা তার অমিত পুরস্কার
বিজয়ী দস্যুতায় ভাঙে আমার ঈশ্বরের মন্দির।
আমিও যেন চলেছি এক জনস্রোতে মোহিত একাকার—
আবিষ্টতা অন্যতম সর্ত ছিলো আত্মসমর্পণের।
মন্দিরের ভিতর গিয়ে সহসা এক প্রণতি নিবিড়
দু চোখ জলে ভ'রে এলো—
তোমার আসন শূন্যতার ক্রন্দনের তীব্রতায় সমুদ্রের ভয়ের।

আতঙ্কিত ফিরে আসি, কোথায় আমার মাটি ?
ঘরে ফিরে যাবো আমার সজল ঘরে ?
তোমার ছবি, দিগন্তের বিশালতা, তোমার ছবি ঘরেও পাবো না তো
স্বপ্ন তারা ভেঙেছে পরিপাটি।

এবং স্মৃতি বিদ্যুতের উন্মাদনায় আহত শুধু একটি উপস্থিতি
যেন ছায়ার মধ্যে অবলীন।
যেন তারা কেঁদে ওঠে পিছন থেকে অভিমানে দুঃখময় স্বরে
যেন তারা দাবি করে ভালোবাসার সঞ্চারিত প্রতিশ্রুত ঋণ।
কিন্তু শীতল মুখের রেখা আমি তোমার শ্যামল মাটির ঘরে
ভুলে যাবো, ভুলে যেতে হবে আমায়,
মেনে নিয়ে পর। জয়ের বাস্তবতার রীতি।

শিল্প-কল্পনা

অন্ধকারের নিবিড় পটভূমিকায়
তোমার মুখ এঁকেছি।
তুমি সহজ শুদ্ধতায় জ্বলো।
এখানে নেই অপর চাওয়া—বিনীত নির্জন
কিন্তু আমার স্বপ্ন তারা কোথায় ছলোছলো।

সকালবেলা প্রথম চোখ মেলে
তোমার কথা যখন মনে পড়বে আমি তখন
তোমার মুখ আঁকবো আবার আলোয় ভরা আকাশে রেখা জ্বেলে
কিন্তু আলো অন্য রঙ, তোমার রঙ তোমার আয়োজন
ছড়িয়ে দেয় বিশাল আলোয়
তোমার মুখ হারিয়ে যায় ম্লান শীতল রেখার অবশেষ।

শীতলতা অসহ এক রুগ্নতায় আনে
হিংস্র তার দাবি। আমি আকাশ থেকে মুখ
ফিরিয়ে আনি।
স্বচ্ছতার কাচে তুমি অসামর্থ্যে হবে নিরুদ্দেশ
আমার নিজের অযোগ্যতা কিংবা প্রত্যাশার
আকৃতি তার প্রয়োজনে এনেছে প্রতিরূপ।
কিন্তু সেই চিরদিনের প্লাবিত অমলিন
প্রতিশ্রুতি মনে আছে।
সে যদি তার খোলে অগম দ্বার
সকালবেলায় আমি তোমায় আঁকবো একদিন।

শাশ্বতী

একটি জীবন বিশ্বাসের মতো
সপ্রতিভ।
সময়, তুমি তার করুণ প্রতিবাদে
হাওয়ায়-হাওয়ায় কালো আগুন জ্বালাও।
রঙ-রেখার পৃথিবী তো আবহাওয়ার স্তব্ধ অনুগত
কিন্তু দীপ্ত অপর সংবাদে
অন্তরালের লাল আগুন অবরুদ্ধ ঘরে মহান প্রতিশ্রুতি।

জীবন যখন অভ্যাসের শান্ত অনুস্থিতি
যখন প্রখর দুপুরবেলার গাছে-গাছে নিয়ম তাকে মাতাও
পাতাঝরার বনে এবং মাঠের ধু-ধু হেমন্তের নির্দেশিত সমর্পণে
সম্মানিত আগুন তখন আরো অসীম আবেগ
তার সময় সুচির শুভক্ষণে।

মাত্র অনুষঙ্গ নয়, ব্যবহারের ভ্রান্ত পরিণতি
কখনো নয় ; সমস্ত দিন দূরশ্রাবণমেঘ
সমস্ত দিন প্রান্তরের অবশেষের নিবিড়তায়
অন্ধকারে আলো জেলে যেন কয়েকজন
আবছা মুখ—প্রণত শাশ্বতী।
কাছের ছবি বারেবারেই অন্য হয় ট্রেনের দ্রুত চলায়
কিন্তু স্থির চেতনাময় অনুভূতির সমাহারে
একটি ছবি সময় তোমার প্রতিবাদের ঊর্ধ্বে নীল মূর্ত উন্মন।

হেমন্ত

পথে নেমে দেখেছিলে দূরে-দূরে ছড়ানো নীল গাছ
ফুল ঝরছে ঘুঘুর ডাকের মতো।
নির্জনতা কখনো নয় সংহতির আতত উচ্ছ্বাস।
এবং বড়ো আকাশ যেন প্রতিশ্রুতি, উন্মোচিত যেন অন্ধকার
বনের ভিতর সহসা ঘন বিরলতায় উষ্ণ পরিণত।

স্মৃতি তা নয়। উজ্জ্বলতা আজো প্রখর সুচির ব্যবহার।
পাহাড় তার উপরে তবু কেন
উটের মতো গ্রীবা বাড়াও দেখো দিঘি বিনীত সমাহার।
মস্ত নীল বাড়িটি তার দরজা, তার পর্দা তাকে চেনো।
দেখো শ্যামল মেঘলা দিন প্রান্তরের নিমগ্নতা দ্রুত
প্রবাহিত, কিশোর রাজকুমার তার চোখের তীব্র বিকেলবেলার ছবি

পথের মধ্যে দিনে দিনে পথের আলো মুগ্ধ পরিস্রুত।
বালির ভিতর নয়নতারা, কখনো বা রক্তকরবী।
এবং এক শান্তি যেন গতির রঙ্গে প্রেমিক অভিভাবে
এবং হলুদ ভালোবাসার সিঁদুর যেন রাঙা-মাটির ধুলো।
প্রকৃতি তো একটি স্বভাব তুমি আজো অন্তরালের শুভ্র স্বভাবে।

আবার সেই ধবলগিরি মহেশ্বর-পার্বতীর ম্লান
অসম্মানে। প্রতিষ্ঠিত পাথর স্থির অস্মিতার রুদ্ধ অগৌরব।
রুপালি স্রোত যন্ত্রণায়, নাকি নিবিড় অনাশ্রয়ী পাখার সম্মান
পাতা মেলো, পাতা জাগাও গাছে-গাছে তুমুল কলরব।
মাটির গভীর প্রতিষ্ঠিত নিন্দিত নিয়মে
দেখো শীতের সকালবেলা কুয়াশা যেন একটি সৌরভ।

এক অভিযোগ

আমার দিন আলোর মধ্যে প্রথম সুরু হয়েছিলো।
এখন ঠিক অন্ধকার নয়
কেবল এক মেঘলা আকাশ অন্যমন হাওয়ার আঁকাবাঁকা
বসন্তের সময় যেন প্রান্তরের রহস্যের ভয়।
আমি নিজে-ই দৃষ্টিহীন কিংবা তারা সম্মিলিত রঙের ব্যবহারে
অভিনব আবির্ভাব সহজ নির্ভয়।
একটি সিঁড়ির অতিক্রম যন্ত্রণার তীব্র উপচারে।

ভালোবাসা যখন স্থির অবিমিশ্র অভ্যাসের ফুল
হাতে নিয়ে প্রিয়ার ঘরে উপস্থিত হয়
তখন চারদেয়াল যেন অসম্বৃত ; রুক্ষ এলোচুল
মেলে দিয়ে বলে আমার অন্য আলোর অশ্লীলতা নাও।
অশ্লীলতা যেন প্রখর মেঘলা দিন, যেন শীতের মেঘের
মতন এক পরিশ্রমী যন্ত্রণায়
সঠিক বিবেচনায় মাত্র হ'তে পারে সুস্থ ফাল্গুনের।

একটি সরল ইঙ্গিতের অচঞ্চল নিয়মী ক্ষমতায়
আমার দিন বসন্তের মেঘে-মেঘে মাত্র প্রতিশ্রুত
আত্মীয়তা।
কিংবা আত্মীয়তা শুধু অনুভূতির স্নায়ুর ভঙ্গিমার
নির্দেশিত অভিভাবে।
কিন্তু আলো আমার প্রথম ভালোবাসায় নিবিড় অনুভূত
হয়েছিলো। এবং আলো অবিমিশ্র শুভ্রতার।
তুমি তাকে পটভূমির ললিত সমাহারে
নিতে পারতে। কবে নেবে দ্বিতীয় আবির্ভাব ?

জন্মদিন

ঝড়ের সময় ঘরে থাকাই ভালো ছিলো,
ধুলোর ঝড়ের সময় আমি ঘরে-ই থাকবো ভেবেছিলুম।
হাজার রঙের সম্মিলিত উচ্চারণে সংহতির মশাল
দিকে দিকে যখন জ্ব'লে উঠলো—নীল মৌসুমীর সমারোহ
মনে হ'লো বৃষ্টি নামবে বিরোধিতার ক্ষণিক উত্তাল
উত্তরণে সহজ দেশ হবে আমার অভিষেকের জন্য প্রস্তুত।

প্রকৃত পরিবেশের হাওয়ায় যেন আকাশ, লাল-আলোর দূত
বুঝি আমার ক্ষণস্থায়ী বিবেচিত আলস্যের ঘুম
সকল সর্ত পালন ক'রে জাগরণের বিস্ময়ের মেঘে
নেবে ব'লে এলো। আমার বিশাল মনে হয়েছিলো।
পথে এসে দেখি প্রবীণ ব্যর্থতার নিবিড়তার প্রখর আবেগে।

পরিশ্রমী স্বেচ্ছাচার!
প্রিয়তম বন্ধুদের ভাষায় গৌরব
বিস্মৃতির শ্যামলতায় অবজ্ঞাত প্রাসাদ তার ভগ্নস্তূপ, যেন প্রস্তুতির ;
অসীম নিঃসঙ্গ শুধু একটি আলো সহচরী আলোর ইঙ্গিতের ;
দীপ্ত বেদনায় আমি, দর্শকের আসনে কবে সুচির সুস্থির।
মুহূর্তের ভ্রান্তি আমার গৃহের চিহ্ন করুণ কলরবে
রেখেছে। আজ ভিড়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের পথিক ভাবি
এ-কোন জন্মদিন!
কোথায় বৃষ্টি? কিশোর উন্মোচিত আলো? পদক্ষেপ প্রধানউদ্ভবে?

প্রবাসী

বিবিধ সব ভাবনা তাকে নিয়ে
আমি ক্রমেই প্রবীণ। দূর নগরে বাসা-বাড়ি
পেয়েছি এক।
আরো অনেক ভাবনা দেখা হলেই তাদের বলি
এসো-এসো। ক্লান্তি কিন্তু ক্লান্তি এক নেশা।
সম্মোহিত আগুন তার নিবিড় প্রেমে অন্যমন জ্বলি।

যখন মেঘ হেমন্তের একা
বিকেলবেলার মাটির দাওয়ার মতো নিবিড় সুর
জলের ভাষায় ডাকে আমায় আমার নামে, ছোটোবেলার নামে
আমার ঘর, আমার দেশ। পরিশ্রমী দূর
পার হলে পাবো তাকে কিশোর প্রণামে।

যতোই দূরে যাই আমার অস্তিত্বের আলো
প্রথম পরিচয়ের হীরা দাবি করে প্রতিশ্রুত বুক।
বিবিধ সব ভাবনা যেন সময়, যেন নিয়ম তাদের ডাকি
বিরাট এক প্রাসাদ তার খিলান অপরূপ।
আপন এক মায়ের ঘর আছে জেনে
তাদের জন্যে কারুকাজের দরজা খুলে দিয়েছিলুম।

বিবর্ণ বিলাপ

বিচিত্র এক ছবি আমি আবার তাকে দেখলুম
বৃষ্টি-পড়ার সময় !
কতবারের দেখা তবু মনে হয় সে চাপা-ঠোঁটের সকৌতুকে ।
নীল আলো উচ্ছলিত জ্ব'লে উঠলো ব্যাকুল নির্ভয়
বিকেলবেলার অদৃশ্য সেই মাঠে হাজার রঙের গভীর হাওয়ায় ।

দূরের থেকে দেখি শুধু দুঃখলীন মনে ভাবি যারা সহজ পায়
অস্তাচলের কিংবা উদয়গিরির উৎসব ।
আত্মপরিচয়ে কিংবা চেয়ে দেখার অপরাধে তুমি মলিন অন্ধকারের ।
মেঘে-মেঘে নিমগ্ন ওই উজ্জ্বলতা ভেসে-যাওয়ার সুদূর অর্ণব—
সরল পথের শান্ত অনুসরণ । কিন্তু সে কোন ভুল চিরকালের তারে ।

যদি ফিরে যাই কিংবা ফিরে যাওয়ার কথা ভাবি
বিশাল সেই সমুদ্রের অন্যমন আহ্বানে
বুকের মধ্যে অবজ্ঞাত দুপুরবেলার তীব্র একাকী ।
সমস্ত দিন পোড়ো গ্রামে উদাস পাখির ভাষা—
বেদনা তার নিবিড় সম্মানে
সমাদরের যোগ্যতার আসন আমায় কখনো দেবে না কি ?

বিজয়ী সোপান

একটি মাত্র মাটিতে হবে একরকম গাছ।
অন্যরকম মাটি
সেখানে কেন তোমার নিবিড় মালতীলতার
আলিঙ্গন চাও ?
মাটি-আকাশ ধারাবাহিক নিয়ম তারা সুশীল পরিপাটি
স্বপ্ন তাকে শাসন করে।
স্বপ্ন যদি চৈত্রমাসের দ্রুত হাওয়ার তীব্রতায় উধাও
সমস্ত দিন খাঁ-খাঁ মাঠে আগুন প্রখর ব্যর্থতার
হলুদ পাতার দুঃখময় বিজিত মর্মরে।
পুরোনো ভালোবাসাকে চাও সর্বত্রই একটি ঐকতানে।
কিন্তু স্থির নির্দেশের বিনত বিশ্বাস
মেনে নিয়েও যদি তুমি দ্বিতীয় সম্মানে
পরিশ্রুত, হাত রাখতে মাটিতে এই বিশাল সকালবেলার
জীবন হতো অপর নীল সঞ্চারিত একটি প্রেমিকগাছ।

নির্বাপিত শিখা

সমস্ত লোক এখন এক পাথর
বিশাল আলোর তলায়।
বিশাল আলো তোমার, তারা এসেছিলো
তোমার-ই নীল প্রতিশ্রুতির মৌল প্রেরণায়।
ভেবেছিলে সেদিন তাদের বিবেচনার প্রয়োজনে
ছড়াবে লাল অনেক রঙ অসাধুতার।
ছড়ালে যেই তারা অপর প্রতিশ্রুতির
প্রথমে হ'লো
অতঃপর সম্মিলিত বিশাল এক পাথর।

আমি দেখি দূরের বাগান তুমি অন্যমনে
ভাবছো।
তোমার সহকর্মী তারা ব্যবহারের অযোগ্যতায়
ব্যবধানে।
সারা আকাশ ভ'রে তুমি নির্বাপিত শিখা
কোনোদিন-ও প্রস্তাবিত আলোর সম্মানে
উচ্চারিত হবে না আর আকাঙ্ক্ষিত সমগ্রতায়।
তোমার কান্না স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

একক সিংহাসন

বাড়িটা নেই, এমন কি সেই অ থগাছ।
যখন তোমার·কাছে যাবো
তুমি এসে বসবে সেই লাল-রঙের বারান্দায়
নাকি ঘরের ভিতর তোমায় পাবো।

তোমার কাছে ফিরে যেতে ভীষণ ভয় করে।
আমের বউল ছিলো সেদিন ফাগুনমাসে ;
ভালোবাসতে পারবো সবুজ ফলের উজ্জ্বলতা ?
চৈত্রমাস আসে।

একটি ছবি, একটি মন বুকে রেখে
অদর্শনেও সমুদ্রের মতো।
দুঃখ আর বেদনা আর আনন্দও
জ্বলেছিলো নিবিড় সতত।

ছবি অপর হয় এবং মনও।
ঘরের ভিতর শোভন সম্ভাষণ ;
বাইরে লাল বারান্দার নির্জনতায়
চিরন্তনী বিরহী চাঁদ, কোনো
ভাষা তো নেই
আকাশ রাখে একজনের একটি সিংহাসন।

ে[illegible]দুড় স্টেশনের মুখ

ভালোবাসলে আমার নিজের ত্রুটি।
ক্ষমা!
ক্ষমা আমি কোথাও দেখিনি।
চারিদিকে অন্ধকার নিস্তরঙ্গ বিশাল ভ্রূকুটি
কেবল তুমি নিবিড় আলোর আত্মীয়তা।
বাড়ি ফিরে যাবার আগে মনে হ'লো
একটি ফুল অসীম বিস্তৃতি।

আমি অনেক দূরে যাবো, পথিক বন্ধু।
বাংলাদেশের স্তিমিত সংহতির বড়ো আকাশ
দেখেছিলুম,—অন্তহীন স্থিতি।
অপহৃত সরল অবকাশ:
ক্ষমা কেবল করুণা তাদের চোখের ভাষা বলে
ভালোবাসার আলোয় ক্ষমা কথনো জানিনি।

অপরিচয় আমার নিজের দেশে
নাকি আমি কোনোদিন-ই মাটির গভীর অন্তরালের ভাষা
জানিনি।
কিংবা তারা মাটির অপার ব্যবধানের।
অসীম হৃদয়তা আমি তোমায় চিনি
তোমার-ই ছায়া অন্তহীন প্রবাহ তার সুচির অবশেষে
শাশ্বতিক।
বড়ো আকাশ ছোটো আকাশ মিলিত আনন্দের।
পথিক বন্ধু, রঙে-রঙে উন্মোচিত পটভূমি সাজাও ভালোবাসায়।

বর্ষশেষ

অনেকদিন যেন একলা আছি
এখানে। হঠাৎ মনে হ'লো য নংহাওয়ার সময়
হলুদ পাতা জানলা দিয়ে উড়ে উদাস ঘরে এলো।
কোথায় যেন ভীষণ ঝড় হচ্ছে আমি শুনছি শব্দময়
উপস্থিতি তোমার। তুমি আমার বাড়ি, শ্যাওলা-পড়া উঠোন
                    শিশু বটের বন্ধুতায়।

ভীষণ ঝড় নাকি প্রখর বৃষ্টি নির্জন।
প্রণত এক কান্না যেন আঁচলে মুখ ঢাকলো আমি স্পষ্ট দেখলুম
বিশাল তার-ই সাগরিকা ভাষা ওড়ায় ধুলো
চৈত্রমাসে অভিমানী পাতা-ঝরার পথে-পথে
                    গুল্‌মোরের আঁচলে তার হলুদ!
ভালোবাসার মহিমা আহা আকাশ-ভরা প্রেমিক কথাগুলো
স্রোতের জলে কোথায় তাদের রেখে এলে।
সুদূর দ্বীপ এবং ম্লান এবং বিকেলবেলার।

নিবিড় সেই জানলা সব মনে আছে? রাত্রি রূপকথার!
অনেক বড়ো দুইটি মুখ,
          ম্লান শরীর, মাটির দেয়াল কাঁপছে দীর্ঘ চাওয়ায়।
কিন্তু আমি কেবল যেন স্বপ্নে পাই ছায়াশরীর প্রণয়ী সিংহাসন
সায়াহ্নের ত্রিকূট তার চূড়ার ব্যাপ্ত কথা
আমি জানি কিন্তু আবার জানি না যে, যদি তাকে ভুলি অন্যমন
চৈত্রমাস লুটিয়ে পড়ে ময়দানের দগ্ধ ঘূর্ণিহাওয়ায়।

অবিস্মরণীয়

সহসা সেই মুহূর্তের অপূর্বতায়
অবিস্মরণীয়
একটি নদী, নৌকো আর নিবিড় সমস্তায়
অন্ধকার তারও নিচের আলো
গভীর ভালোবাসার সুরে করুণ গোপনীয়
একক সুর ভাসিয়ে দিলো তৃষিত রাজপথে।

তারপরের ঘটনা কিছু নেই।
বাড়ি ফিরে তোমার কথা ভাববো
অন্ধকারে, অন্ধকারের মলিন কাচে একটি ছায়া নেই।
হৃদয়ময় অঙ্গীকারে আমি তোমায় এখানে নিয়ে আসবো
যদি ভাবি, কিন্তু নৌকো তখন অনেক দূরে।
আমার দৃষ্টি অন্ধ পরিশ্রমে
বারেবারেই ফিরে আসে নিজের অন্তঃপুরে।

একটি প্রতিশ্রুতি কাঁপে সারাদিনের কাজে
তার-ই বিশাল অগ্নিবহ প্রেরণায়
নতুন দেশে এসে দাঁড়াই, বলি, এবার এসো
আন্তরিক সম্ভাষণে সারা আকাশ বাজে।
পুরোনো পথ তাকে আমি ভুলেছি ভালোবেসো
প্রতীক্ষার নিবিড় সংরাগে।

তারপরের ঘটনা কিছু নেই।
বাড়ি ফিরে তোমার কথা ভাববো।
ফিরে আসার বেদনা তার মতন কিছু নেই
কিন্তু আমি পুরোনো পথ ভুলেছিলুম
কেবল তোমায় জানবো
মনে ক'রে। বধির অন্ধকারের কানে বলি—
আমি যদি আরো তোমার কুশ্রীতায় হিংস্র ডুবে যাই
তোমার অন্তরালের আলো উঠবে উচ্ছলি।

পূর্বরাগ

ভালোবেসে ক্লান্ত অপরূপা।
শীর্ণ তোমার মুখের দূর অবসাদের প্রণয়ী সুষমায়
সমস্ত দিন যেন অপর প্রতীক্ষায়।

কারা আসবে? অন্ধকারে আলো জেলে কারা ওপারে যায়?
চারিদিকে সমতীত নির্জনতা দূরশ্রুত পরমসম্ভার।
বিচিত্রিত ছায়াছবি রহস্যের নীরবতায় চতুর্দোলার বধূ;

অভিভূত মুহূর্তের প্রশ্ন শুধু দ্বিধায় থরথর।
আত্মলীন পর্বতের সংহতির অতল নীল আগুন
প্রান্তরের প্রশান্তির বুকে রাখে অমল প্রতিশ্রুতি।

সঞ্চারিত দুঃখময় দৃষ্টি আর স্তব্ধতার বেলাশেষের করুণ।
যেন অশেষ অবলুপ্ত কাহিনী তার সুচির বিস্মৃতি।
হাওয়া এলে তরঙ্গের ঈষৎ মর্মর।

সমাহিত অভিবাদন বিস্তারিত বিভায় প্রণত
অঞ্চলের আনতি এবং শুভ্রতার হিরণ্ময় প্রহর
ইতিহাসের মগ্ন ধূসরিমার চিত্রকলা।

প্রার্থনার সঙ্গীতের একাগ্রতা প্রস্ফুটিত চন্দ্রমল্লিকার
বিকেলবেলায়, ম্লান মুখের প্রিয়া অসীম নিবিড়কুন্তলা।
প্রতীক নয়; আছে আমার পূর্ণ অঞ্জলির রাঙা-ফুল।

অন্ধকার প্রদীপ জ্বালো সমারোহ উধাও হৃদয়তার।
যখন সেই অভিসারী কিশোর নৌকো অসীম অন্তর
পার হবে—দেখবে তোমার প্রসন্নতার দগ্ধ এলোচুল

তখন বৃষ্টি নামবে স্থির গাছে-গাছে পাতায়-পাতায় অবিশ্রান্ত
তখন তুমি নীলশাড়ির আনন্দিত অঙ্গরাগে;
পরিস্রুত ছায়াছবির উন্মোচনে সুনীল নবীন পান্থ।

নির্জন মন্দির

অগ্নিশিখা তোমার কাছে পাবো
ভেবেছিলুম।
সকালবেলা উঠে
নিরপেক্ষ প্রান্তরের সকৌতুক ঘুম।
উপলব্ধ তত্ত্ব আর প্রতিষ্ঠিত পথ
সেখানে গেলে, সেখানে আছে অপর আলো ফুটে
আকাঙ্ক্ষিত তোমার মুখ পাবো।

পূর্ণতায় স্নিগ্ধ সেই অবলুপ্ত রথ
একটি দৃষ্টি থেকে।
অন্য যারা এলো তারা সহজ প্রস্তাবে
গভীরতর অন্তরঙ্গ সমধর্মিতায়।
পটভূমির ভ্রান্তি তার পরিশ্রমী চিহ্ন যায় এঁকে
সুচির অনুভূতি এবং শীতল অভিভাবে
গ্রহণ করার পদ্ধতির তারতম্যে জীবনকে সাজায়।

কিন্তু আমি চেয়েছিলুম পরিবর্তনীয়
নিত্যতার রেখা।
জানালা খুলে দিলাম
অন্যমন প্রান্তরের স্থির, আপাতএকা
অনুষঙ্গে তুচ্ছ ঘাস, হিরণ্ময় পাহাড়
চিরন্তন, অথবা উদ্দেশের এক-ই চিরন্তনী নাম
সম্মিলনে, কিন্তু হাওয়া অন্য দিকে তুলেছে পাল স্বীয়

সারা আকাশ উষ্ণ আর ধু-ধু নির্জনতা
হাজার আলোর মেঘ।
সূর্যোদয়ের রেখায়-রেখায় দিগ্‌বিজয়ী প্রেম
জানে মাটির বেগ।

সপ্রতিভ শিখায় রাখে সহজ ক্ষমতা
রক্তকরবীর
সকাল এক-ই সমর্পণে, আমি যখন এলেম
অন্য দূর অন্ধকার সমান সুস্থির।

অগৌরব আনন্দের দীপ্ত হাহাকার
অন্তরালে ক্ষুধা।
পুরোনো হাওয়া, পুরোনো পথ অনুবর্তনীয়
প্রত্যাশিত লগ্ন দূর সুধা।
একলা রক্ত খোয়াইয়ের ভীষণ রুক্ষতা
বিকেল যতো নিপুণ কারুকাজে
মিলাও তুমি মিলাও, বাজে অপর নিত্যতা
বিন্যাসের দ্বিতীয় সম্ভাষে।

সারাজীবন তোমায় শুধু দেখলুম
মাঠের এপার থেকে
আমার প্রাণের আকুলতায় ম্লান প্রদীপ জ্বেলে
অন্ধকারে, অপরিচিত অন্ধকার
আমি বিদেশী ছেলে।

বিকেল যখন দীর্ঘ নির্ঝর
সারা আকাশ সমুদ্রের উষ্ণ কল্লোলে
প্রতিটি গাছ আগুন হ'য়ে জ্বলে
সমর্পিত অভিবাদন, সন্নিহিত স্বর
তখন ভেবেছিলুম
তোমার কাছে ফিরে যাবো পাবো নিজের ঘর।

কিন্তু আমার উপস্থিতি অস্তিত্বের মূল্য তাকে কেউ
না-যদি দেখে স্বয়ংপ্রভ মধুর নীলিমায়
ভালোবাসার কিশোর ফুল হবে নিবিড় ঢেউ?

যদিও তার বর্তমান পরিশ্রমী পথের অনুগামী
চিরন্তন প্রস্তুতির শ্রদ্ধা অসীমায়।
তোমার মনের মাধুরীলীন যাবো যখন আমি
উভয়ত সংবেদনে সুচির দিন পরিবর্তনীয়।

ভালো ছিলুম ঘরের দরজা বন্ধ করে
কেন আবার অন্য ছবি চেয়েছিলুম?
অতো হাওয়া, হাওয়ায় আমার দৃষ্টি যাবে ভেসে
এবং স্বীয় মহীয়সী সপ্রতিভ দীপ্ত আলোর ঝড়ে
নষ্ট হবে বুঝি আমার অনেক দিনের লুকিয়ে রাখা ফুল

আমার অন্ধকারের অনুকূল
বাগান আমি সাজিয়েছিলুম অবজ্ঞাত রঙে।
পোড়োবাড়ির দুপুরবেলার সবুজ শান্ত জল
বাধাবিহীন হাওয়া
কিন্তু চারদেয়ালে কাঁপে প্রত্যাশার আতপ্ত অনল।

যতোই সাধু নিয়মে থাকো আরো বিশাল চাওয়া
জেগে ওঠে। আমি কখন প্রেমিক পায়ের ধ্বনি
শুনতে পেলুম। পুরোনো ঘর নিজের মূল্যে ভালো
মলিন তার-ই আঙিনাতে রণিত আগমনী—
কখন সেই অন্ধকার জ্যোতির্ময় আলো।

আমি তখন বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলুম
চেয়েছিলুম প্রান্তরের ভীষণ নির্জনতায়
কোথায় তুমি? কিন্তু ডাক স্পষ্ট শুনেছিলুম।
বিশাল ওই পাহাড় তাকে নিয়েছে মমতায়?

কিংবা টিলার ওপার দিয়ে অনেক দূর দেশে
আবার ফিরে গিয়েছে ম্লান আমি আসার আগেই।
অভিমানের উচ্চ ভাষা নীরবতায় মেশে
অপর আলো কেঁপে ওঠে ব্যথিত আকাশেই।
কী জানি নীল সংগোপনে অন্য প্রত্যাশা
বরণডালা রিক্ত, অভিসারিকা যায় ফিরে।
প্রতিষ্ঠিত পথ কিন্তু চেয়েছে ভালোবাসা
সম্মানিত আলো ভেবে আনন্দিত তীরে।

আসন রাখে পেতে উধাও অসীমঅঙ্গনে
অবলুপ্ত রথ চেয়েছে প্রেমিক প্রস্তাব।
বারে-বারে আসা এবং যাওয়ার শুভক্ষণে
অগ্নিময় অঙ্গীকার আতত অভিভাব
এবার যখন বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলুম
সারা আকাশ ব'লে গেলো দ্বিতীয় সংবাদ

অনাশ্রয়ী ব্যবধানে নির্দ্ধারিত ঘুম
গভীরতর অন্তরালে আকাঙ্ক্ষিত স্বাদ!
দিগন্তের দরজা ভাঙে আনন্দ-বিদ্যুৎ
মূর্ত নির্ঝরের নিচে অগ্নিশিখা, তুমি!
ঘরের দিকে যাবো না, নীল, লাল আবার হলুদ
আমার ডাকে কেঁপে উঠবে স্বাগত বনভূমি।

চকিতে সেই আকাশ হাজার গীতি মুখর পাখি
বিশাল অরণ্যের
কিংবা অরণ্যের বাহু আকাঙ্ক্ষিত রাখী
বেঁধেছে আর তমসালীন ভালো
সপ্রতিভ পদক্ষেপ, মুগ্ধ বিজয়ের।

তোমার দিকে চেয়েছি, আমি ভাবি
একটি রেখা অভাবে তার সে কী ভীষণ কালো
এখন নীল সমুদ্রের পরিপূর্ণ দাবি।
এখন যদি ওদিকে চাই দীর্ঘ স্বাধীনতা
এখন যদি ওপারে চাই শিখা অকুণ্ঠিত
তমসালীন কথা
পাহাড় তার-ও ওপারে গেলো হাতে সোনার চাবি।

ভয়ের ছায়া কেঁপে উঠে হারিয়ে যায় দূরে
পূর্বইতিহাস।
সহসা এক মহিমাময় আনন্দিত সুরে
অখণ্ডিত সময় তার দ্বিতীয় প্রতিভাস।
মূর্ত আহ্বানের স্থির মত্ততার সৌরভের ভাষা
সহজতার আলো
অভিনব কারুকলা প্রতিষ্ঠিত অনুবর্তনীয়
চিরদিনের ভালো।

অন্ধকার তার-ও নিচের প্রতিশ্রুত ছবি
প্লাবিত সেই স্রোতের সহগামী।
এবার তুমি এখানে এসো সুশীল ভালোবাসা
এবার আমি তোমার পথের রিক্ত অনুগামী
আমি এবং আমার আর সব-ই।
আলোর দেশে অবমানিত অন্ধকার রাখি
ধুলোর রঙে যখন সাজাই মন্দিরের আশা
আমার মন আকাশ, হাজার গীতি মুখর পাখি।

বুদ্ধগয়ার পথে

যাবার আগে প্রথম ভাবি কোথায় যাবো ?
বিজন পথের অপর দিকে নদী
শরৎকালের দুপুরবেলায় আত্মমগ্ন বালির প্রদীপ জ্বালে।
কিন্তু তার আলো কোথায় স্থির হবে ? দেখাবে নিরবধি
শান্তিস্রোত—শান্তি কখন ভোরবেলার আকাশ বিকশিত।

প্রবাহিত তরঙ্গের সমান্তরাল ইচ্ছা সম্মোহিত
কেবল ধারাবাহিকতা। যদি হঠাৎ ধানের খেতের পাশের
প্লাবিত ওই ছবি দেখি শব্দহীন সূর্যালোকে পরিপূর্ণ উজ্জ্বলতা
চিরদিনের স্রোতের নীল ভালোবাসার তৃপ্ত বিশ্বাসে
ব'লে দেবে ? কোন ভাষায় অন্তরালের উন্মুখর সহজ ক্ষমতা।

বুঝি গভীর বটগাছের ছায়ার সবুজ অবজ্ঞাত দিঘি
সেখানে তার শান্ত চোখ জ্বলে আমি তারই উধাও ডাকে
চলেছি। আমি একটি অবগুণ্ঠনের প্রণয়ী সুশাসনে
দূরে রেখে আকাশ-ভরা বারান্দার। অপর উদাস স্নেহের
ঘরে সুচির উত্তাপে
মালতীফুল সহস্র দীপ—দীর্ঘ পাহাড় নির্জনতা তার-ই
বিশাল উষ্ণ উচ্চারণে।

যেন মাতাল ঝঞ্ঝা আর উন্মুখর বৃষ্টি শেষ হওয়ার
প্রান্তরের সমাহিত উন্মোচন—তার-ই অন্বেষণে আমার বেলা গেল।
বিকেলবেলায় নিমীলতা প্রসন্নতা চারিদিকে স্বচ্ছ বারতার।
সহজ অন্তরালের আলো যেখানে উন্মোচিত
সেখানে আমি কোন নিবিড় পুরস্কারে
সেখানে তুমি শুভ্র কোন সম্মিলিত একটি চোখ মেলো।